ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-189 ■ 9 April, 2026 ■ আগরতলা ৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৪ দিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা ট্রাম্পের

হরমুজ প্রণালী খুলতে রাজি ইরান

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস)।। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তকে তেহরানের হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার সম্মতি এবং বৃহত্তর শান্তি আলোচনার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এক বিবৃতিতে ট্রাম্প জানান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির-এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁরা উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, "ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান যদি হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদভাবে খুলে দিতে সম্মত হয়, তবে আমি দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ ও হামলা স্থগিত রাখতে রাজি।" তিনি এই পদক্ষেপকে "দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ঘোষণা উপসাগরীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য বড় সংঘাতের আশঙ্কা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেন, মার্কিন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই তাদের নির্ধারিত সামরিক লক্ষ্য পূরণ করেছে এবং ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি চুক্তির পথে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। তিনি আরও জানান, ইরানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ১০ দফা প্রস্তাব আলোচনার জন্য "কার্যকর ভিত্তি" হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং অতীতের বেশিরভাগ মতভেদ মিটে গেছে। তাঁর মতে, এই দুই সপ্তাহের বিরতিই চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেবে। ট্রাম্প বলেন, "এই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান এখন হাতের নাগালেএটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।" উল্লেখ্য, ট্রাম্প তাঁর 'ট্রুথ সোশ্যাল' পোস্টে এই ঘোষণা করেন নির্ধারিত সময়সীমার প্রায় ৯০ মিনিট আগে, যেখানে তিনি ইরানকে চুক্তিতে সম্মত না হলে কঠোর সামরিক পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

এদিকে, পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অগ্রগতি দেখা গেল। ইরান জানিয়েছে, তাদের উপর হামলা বন্ধ হলে তারা সামরিক প্রতিক্রিয়া স্থগিত করতে প্রস্তুত এবং একই সঙ্গে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দু'সপ্তাহের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি এক বিবৃতিতে জানান, বর্তমানে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনোনয়ন জমা দিলেন মমতা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস)।। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে বুধবার মনোনয়ন জমা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকদের তালিকায় ফুটে উঠেছে এই কেন্দ্রের 'কসমোপলিটান' বা বহুজাতিক চরিত্র।

প্রস্তাবকদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম-এর স্ত্রী ইসমাত হাকিম (মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব), অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ কোয়েল মল্লিকের স্বামী নিশপাল সিং রান (পাঞ্জাবি সম্প্রদায়), স্থানীয় তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাবলু সিং (বিহারি সম্প্রদায়) এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির প্রতিনিধি মিরাজ শাহ (গুজরাটি সম্প্রদায়)।

এদিন দক্ষিণ কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে নিজের বাড়ি থেকে মিছিল করে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রাতৃবধূ কাজরী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির নির্বাচনী সভায়

টিএমপি মানে মারপিট পার্টি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। টিএমপি মানে তিপরা মারপিট পার্টি। এরা মারপিট ছাড়া কিছুই বোঝে না, রাজনীতির সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। এখন আবার কোন কোন জায়গায় গুলিও ছুঁড়ছে।

আজ টাকারজলা- জম্পুইজলা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী নির্মল দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় এভাবেই মথার সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি গনতন্ত্র মেনে চলে, হিংসায় বিশ্বাস করে না। এরাজ্যে টিএমপি এবং পশ্চিমবাংলায় টিএমসি একই কায়দায় মানুষকে দাপিয়ে রাখার রাজনীতি করছে।

হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, হুমকি ধমকিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ভয় পায় না। কারণ এই দলের অভিভাবকের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আগামীদিনে এডিসিতে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার হচ্ছেই, কেউ তা আটকাতে পারবে না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিতে জর্জরিত এডিসি ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের প্রাক্কালে ২ নং মাছমারা সাধারণ আসনে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই আবহে কংগ্রেস প্রার্থী অর্জুন রায়ের সমর্থনে মাছমারা বাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক বৃহৎ নির্বাচনী জনসভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, এডিসি এলাকায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নিয়োগে অনিয়ম (নিয়োগ বাণিজ্য), বেকারদের বঞ্চনা সহ একাধিক সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং জিএসটি নীতির বিরূপ প্রভাব নিয়েও তিনি সরব হন।

তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প। তাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উড়িষ্যায় রেলে কাটা পড়ে ত্রিপুরার যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। চেন্নাই থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ত্রিপুরার এক যুবক। মৃতের নাম রমজান মিয়া (২০)। তার বাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনমালা এলাকায়। বুধবার ভোরে উড়িষ্যায় রেললাইনের নিচে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ছয় মাস আগে জীবিকার তাগিদে চেন্নাইয়ে কাজে গিয়েছিল রমজান। সেখান থেকে ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রেললাইনে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর বুধবার সকালে বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা কাঞ্চনমালা এলাকায়। পরিবার-পরিজনসহ স্থানীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচন

আজ ভোট, নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ এপ্রিল ।। ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার ভোটকর্মীরা ভোট সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ধর্মনগর সরকারি দ্বাদশমান বালিকা বিদ্যালয় থেকে সকাল থেকেই ভোটকর্মীদের মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে, যা চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এই উপনির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪৬,১৮৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২২,৩৮০ জন এবং মহিলা ভোটার ২৩,৭৬৩ জন। নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে মোট ৫৫টি পোলিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি মডেল পোলিং স্টেশন এবং ১১টি সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা জোরদার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভার উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটারদের নির্ভয়ে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এডিসি নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল ও আজ এই দুইদিন ধরে রাজ্যজুড়ে চলা এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ম্যাথেরাই রিয়াং বাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১ নং তেলিয়ামুড়া-মহারাণীপুর এডিসি নির্বাচনী কেন্দ্র সহ অন্যান্য কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিকে লুটপাটকারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। ধ্বংস প্রায় এডিসিকে ধ্বংসকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, লুটপাটকারীদের হাত থেকে এডিসিকে রক্ষা করতে হবে। এডিসিকে রক্ষার দায়িত্ব এডিসির জনগণের। আগামী ১২ এপ্রিল সকলে জোটবদ্ধভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট নিজেই প্রদান করবেন।বুধবার বেলা এগারোটায় গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের উত্তর বাজারে মহকুমার দুইটি এডিসি আসনের দুই প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভায় এই কথাগুলি বলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

আগামী ১২ই এপ্রিল টিটিএএডিসি এলাকার সাধারণ নির্বাচন। ভোটের দিনক্ষন প্রায় দরজার কড়া নাড়ছে। সব কয়টি রাজনৈতিক দলই প্রচারে শেষ তুলির টান দিয়ে চলেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থের শক্তিতে এডিসি দখলের চেষ্টা ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। অর্থের শক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী এডিসি দখল করার চেষ্টা করছেন। এমনকি, আগামী দিনে জনজাতিদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। খোয়াই চাম্পাহাওর এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তিনি আশাবাদী এডিসি নির্বাচনে প্রায় ২৩ থেকে ২৪টি আসনে তিপরা মথা জয়ী হবে। তিনি বলেন, আমি আমার মানুষের জন্য লড়াই করি। আগামী প্রজন্মের স্বার্থে কোনওদিন আপস করব না। একই সঙ্গে জনজাতিদের মধ্যে হিংসা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাড়লে তা একসময় তামাশায় পরিণত হবে এবং এতে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ নাবালকের দেহ উদ্ধার পুকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরার লক্ষিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দপুর এলাকায় এক বিশেষভাবে সক্ষম নাবালকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুকুরে ভেসে উঠল তার ক্ষতবিক্ষত দেহ, যা ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

মৃত নাবালকের নাম বিল্লাল উদ্দিন। তার বাড়ি অসমের শ্রীভূমি জেলার কাঁঠালতলি বড়বাড়ি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ এপ্রিল বিল্লাল তার মায়ের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উত্তর ত্রিপুরার লক্ষিনগরে আসে। ৬ এপ্রিল ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। সেইদিনই হঠাৎ করে অনুষ্ঠানস্থল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীতে নবনির্মিত সেতু ভাঙ্গন

কাল বৈশাখীতে জলস্রোতকে দায়ি করলেন পূর্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর কাজের গুণগতমান এবং সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই সর্বদা কাজ করে থাকে। দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারগণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য সময় সময় নির্মাণ কার্য পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। কুমারঘাটের সোনাইমুড়ি থেকে তেলিয়াছড়া গ্রামে যাওয়ার জন্য মনু নদীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাঙল সেতু, পরিদর্শনে সুদীপ, উঠল নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।।: পাবিয়াছড়া ও ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার সংযোগকারী সোনাইমুড়ি-তেলিয়া গ্রামের নবনির্মিত সেতুর একটি অংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। বহুদিনের দাবির ভিত্তিতে নির্মিত এই সেতু ভেঙে পড়ায় চরম উদ্বেগে স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও। ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ঘুরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় জলের দাবিতে প্রমীলা বাহিনীর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ এপ্রিল ।। দীর্ঘদিনের জলসংকটে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে পথে নামলেন মহিলারা। বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের অন্তর্গত মাইছড়া উত্তর কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিলোনিয়া-শান্তিরবাজার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান প্রমিলা বাহিনীর সদস্যরা। অবরোধকারীদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস ধরে এলাকায় নিয়মিত

পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। দূর-দূরান্তে কয়েক কিলোমিটার পথ হেঁটে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাঁদের। যদিও জল দফতরের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে জলবাহী গাড়ি পাঠানো হচ্ছে, তবে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং অনিয়মিত বলেই দাবি স্থানীয়দের।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও ব্লক প্রশাসনকে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৯ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
২৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১০ শতাংশের হাতে ৪৪ শতাংশ জমি

ভারতে জমির মালিকানার ক্ষেত্রে একটি বিশাল ব্যবধান রহিয়াছে। একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের হাতে বিপুল পরিমাণ জমি রহিয়াছে, অন্যদিকে, ভারতের প্রায় ৮০% এরও বেশি চাষী প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র যাদের জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের কম।অনেক পরিবারের হাতে নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি নাই, তারা অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে।এই অসম বণ্টনের পেছনে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ রহিয়াছে। ব্রিটিশ আমলের জমিদারী প্রথার প্রভাব স্বাধীনতার পরও পুরোপুরি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয়নি।স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন করা হইলেও ত্রিপুরা ,পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার মতো সব রাজ্যে তাহা সমানভাবে সফল হয়নি।পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ায় ক্ষুদ্র চাষীদের জমি উত্তরোত্তর ভাগ হইয়া আরও ছোট হইয়া যাইতেছে।এই ৪৪% জমি মাত্র ১০% পরিবারের হাতে থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বড় চাষীরা উন্নত প্রযুক্তি ও ঋণের সুবিধা পায়, যাহা তাহাদের আয় আরও বাড়াইয়া দেয়। অন্যদিকে প্রান্তিক চাষীরা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকিয়া থাকে।ছোট চাষীরা চাষের খরচ মেটাইতে গিয়া চড়া সুদে ঋণ নেয়, যাহা অনেক সময় কৃষক আত্মহত্যার মতো ঘটনার দিকে ঠেলিয়া দেয়। গ্রামীণ ভারতে জমির মালিকানা শুধু আয়ের উৎস নয়, এটি সামাজিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতারও প্রতীক।এই বৈষম্য দূর করিতে বিশেষজ্ঞরা সাধারণত বেশ কিছু পদক্ষেপগুলোর ওপর জোর দেন। ছোট ছোট জমিগুলোকে একত্রিত করিয়া চাষ করিলে খরচ কমিয়া যায় এবং উৎপাদন বাড়ে।সরকারের হাতে থাকা অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে সুষম বণ্টন করা।কৃষির ওপর নির্ভরতা কমাইয়ায় গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো।

'শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।' কবিগুরুর 'দুই বিঘা জমি'র বাস্তব প্রতিফলন দেখিতেছে বর্তমান ভারত! গ্রামীণ এলাকায় ৪৪ শতাংশ জমিই এখন মাত্র ১০ শতাংশ পরিবারের কুক্ষিগত। তাহার মধ্যে শীর্ষ ৫ শতাংশ পরিবারের কাছেই রহিয়াছে ৩২ শতাংশ জমি। উলটোদিকে গ্রামীণ ভারতের ৪৬ শতাংশ পরিবারের কাছে কোনো জমিই নাই। তাহারা ভূমিহীন পরিবার। বৈষম্যের এমনই চিত্র সম্প্রতি উঠে এসেছে ওয়ার্ল ইনইক্যুয়ালিটি ল্যাব প্রকাশিত একটি সমীক্ষা রিপোর্টে। সেখানে আরও বলা হইয়াছে, তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রধান গ্রামেই ভূমিহীনতার হার সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে উৎপাদিত সম্পদের অধিকারে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রভাব প্রতিফলিত হইতেছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল দীর্ঘ বাম শাসনের ইতিহাস থাকা তিন রাজ্য ত্রিপুরা ,কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ।প্যারিস স্কুল অব ইকনমিক্সের অধীনস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল ইনইক্যুয়ালিটি ল্যাব তাহাদের প্রকাশিত রিপোর্টটির শিরোনাম, 'ল্যান্ড ইনইক্যুয়ালিটি ইন ইন্ডিয়া: নেচার, হিস্ট্রি অ্যান্ড মার্কেটস'। সেখানে দাবি করা হইয়াছে, মাত্র এক শতাংশ শীর্ষ পরিবারের কাছে রহিয়াছে গ্রামীণ ভারতের ১৮ শতাংশ জমি। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রামের প্রায় ৬৫ কোটি মানুষকে। ভারতে জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমীক্ষার ইতিহাসে এটি বৃহত্তম ডেটাসেটগুলির অন্যতম। সেখানেই উঠিয়া আসিয়াছে বৈষম্যের করুণ চিত্র। রিপোর্টে এও দাবি করা হইয়াছে, গ্রামগুলিতে গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ জমি নিয়ন্ত্রণ করেন সেখানকার সবচেয়ে বড় ভূস্বামী। কোথাও কোথাও আবার মাত্র একজন ভূস্বামীর নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে গ্রামের মোট কৃষিজমির অর্ধেকেরও বেশি। যেসব গ্রামে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বেশি, সেখানে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বৈষম্যও বেশি।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে বৈঠক করে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি বিশ্ব স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের "অটল প্রতিশ্রুতি" নিয়েও কথা হয় বলে জানান তিনি।

এক্স-এ গর লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একটি চমৎকার ডিনার বৈঠক হল। বিশ্ব স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অঙ্গীকার, তাঁর প্রশাসনের ঐতিহাসিক সাফল্য এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।"

এই বৈঠক এমন সময়ে হল, যখন ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছেন এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা উত্তেজনা কিছুটা প্রশমনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এছাড়াও, গর মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

তিনি জানান, একটি প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক-এর মাধ্যমে ভারতের ক্রমবর্ধমান এআই সক্ষমতাকে মার্কিন প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি 'সিলেক্ট ইউএসএ সামিট'-এ ভারতীয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

মার্কিন বাণিজ্য দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই আলোচনা দুই দেশের মধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্য কাঠামো গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে। তাদের লক্ষ্য ১৪০ কোটির বাজারে মার্কিন পণ্যের প্রবেশ বাড়ানো এবং ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি নিশ্চিত করা।

এর আগে গর মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জে. ডি. ভ্যান্সের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। একই সময়ে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি ওয়াশিংটনে পৌঁছে দুই দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

ইরানের ওপর হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তকে তেহরানের হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার সম্মতি এবং বৃহত্তর শান্তি আলোচনার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

এক বিবৃতিতে ট্রাম্প জানান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির-এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁরা উত্তেজনা কমানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, "ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান যদি হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদভাবে খুলে দিতে সম্মত হয়, তবে আমি দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ ও হামলা স্থগিত রাখতে রাজি।" তিনি এই পদক্ষেপকে "দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এই ঘোষণা উপসাগরীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য বড় সংঘাতের আশঙ্কা সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেন, মার্কিন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই তাদের নির্ধারিত সামরিক লক্ষ্য পূরণ করেছে এবং ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি চুক্তির পথে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে।

চলুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের নারীশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলি!

আগামী কিছু দিনের মধ্যে ভারত উৎসবের আমেজে মেতে উঠতে চলেছে। সারা দেশজুড়েই চলবে এই উৎসব উদযাপনের পালা। আসামের মানুষ পালন করবেন 'রঙালি বিহু', আর ওড়িশায় উদযাপিত হবে 'মহাবিষুব পানাসংক্রান্তি'। পশ্চিমবঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ'-এর মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হবে বাংলা নববর্ষকে, আর কেরলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হবে 'বিশু'। তামিলনাড়ুতে উদযাপিত হবে 'পুতান্ডু'; অন্যদিকে পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে পালিত হবে বৈশাখী'যা বয়ে আনবে আশা ও ইতিবাচকতার এক নতুন বার্তা। ভারতসহ বিশ্বের যে প্রান্তেই এই উৎসবগুলো পালিত হচ্ছে, সেখানকার সকল মানুষকে আমি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই শুভ উপলক্ষগুলো যেন সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

তাছাড়া, আগামী ১১ই এপ্রিল আমরা মহাত্মা ফুলের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু করব এবং ১৪ই এপ্রিল, আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে।

এই বিশেষ উপলক্ষগুলোর পাশাপাশি- যখন নবজাগরণের এক নতুন উদ্দীপনা আমাদের হৃদয় ও মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে- আমাদের দেশ তখন আরও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এটি আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করার এবং সমতা ও অন্তর্ভুক্তির প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারকে পুনরায় নিশ্চিত করার এক সুবর্ণ সুযোগ।

আগামী ১৬ই এপ্রিল সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে; যার মূল উদ্দেশ্য হবে নারী সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা ও তা অনুমোদন করা। এই পদক্ষেপকে কেবল একটি ''আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া'' হিসেবে বর্ণনা করা উচিত হবে না। এতে বিষয়টির গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হবে। এটি সমগ্র ভারতজুড়ে কোটি কোটি নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষারই একটি উজ্জ্বল প্রতিফলন। এই উদ্যোগ সেই চিরায়ত নীতিরই একটি বলিষ্ঠ স্বীকৃতি, যা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সভ্যতার মূল চেতনাকে পথ দেখিয়ে এসেছে- আর তা হলো: নারীর অগ্রগতির মাধ্যমেই সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হয়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। আমাদের দেশের প্রতি এই নারী জাতির অবদান বিশাল ও অমূল্য। বর্তমানে, ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের অসাধারণ সব সাফল্য প্রত্যক্ষ করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে শুরু করে উদ্যোগপতি সত্তা, খেলাধুলা থেকে সশস্ত্র বাহিনী এবং সঙ্গীত থেকে চারুকলাভারতের অগ্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা আজ অগ্রভাগে রয়েছেন। বিগত বছরগুলোতে, নারীর ক্ষমতায়নের উপযোগী একটি পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শিক্ষার অধিকতর সুযোগ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় উন্নততর প্রবেশাধিকারএসব বিষয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তবুও, রাজনীতি ও আইনসভাগুলোতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব সর্বদা সমাজে তাঁদের ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ নারীরা যখন প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন, তখন তাঁরা নিজেদের সাথে এমন সব অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসেন, যা জন-আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে এবং শাসনের গুণমান উন্নত করে। এটি অত্যন্ত জরুরি যে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনগুলো যেন নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান কার্যকর রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। বিগত কয়েক দশক ধরে, পূর্ববর্তী সরকারগুলোর পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের তাঁদের ন্যায্য স্থান প্রদানের লক্ষ্যে বারবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল, বিলের খসড়াও পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। তবে একটি বিষয়ে ব্যাপক ঐকমত্য সর্বদা অটুট ছিল যে, আইনসভাগুলোতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সেই একই ঐকমত্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসদ 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাস করে। আমি এটিকে আমার জীবনের অন্যতম বিশেষ একটি মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করি।

নারীদের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার এই সুযোগটি আমাদের সংবিধানের চেতনার সাথেও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা- বিশেষ করে গণপরিষদের বিশিষ্ট নারী সদস্যরাএমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সমতা কেবল সংবিধানেই লিপিবদ্ধ থাকবে না, বরং বাস্তবেও তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হবে। আইনসভাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে, যেখানে দেশের ভাগ্য নির্ধারণে প্রতিটি নাগরিকের সমান অংশীদারিত্ব থাকবে।

এটি এমন একটি মুহূর্ত, যা আর কোনোভাবেই বিলম্বিত করা চলে না। নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বিলম্বিত প্রয়াস কার্যত আমাদের গণতন্ত্রের গুণমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রকে শক্তিশালী করার পথেই বিলম্ব ঘটাচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে আইনসভাগুলোতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বারবার এর গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এই মুহূর্তে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা মানে হলো, এমন একটি ভারসাম্যহীনতাকে জিইয়ে রাখা- যা আমরা ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছি এবং যা সংশোধন করার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। এমন এক সময়ে, যখন ভারত পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন এটি অত্যন্ত জরুরি যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সকল নাগরিকের- বিশেষ করে যারা আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক- আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করে। যথাসময়ে গৃহীত পদক্ষেপ কেবল দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতিগুলোকেই সম্মান জানাবে না, বরং অগ্রগতির এই গতিধারা যেন অব্যাহত থাকে, তাও নিশ্চিত করবে। আমাদের গণতন্ত্রকে আরও বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক, জন-আস্থাশীল এবং ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি সত্যিই এক ঐতিহাসিক সুযোগ।

এই মুহূর্তটি সম্মিলিত পদক্ষেপের দাবি জানায়। এটি কোনো একক সরকার, দল কিংবা ব্যক্তির বিষয় নয়; বরং সমগ্র দেশকে এই পদক্ষেপের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়। আমাদের 'নারী শক্তি'-র প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, এটি তারই প্রতিফলন। ঠিক এই কারণেই, নারী সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোনো বিল পাসের বিষয়টি যেন সর্বাধিক সম্ভব ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধরনের সুযোগ আমাদের আহ্বান জানায়- আমরা যেন নিজেদের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে কাজ করি। এই বিষয়গুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে সময়ের সাথে সাথে নিজেকে বিকশিত করার এবং আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠার সক্ষমতার মধ্যেই।

সংসদের এই ঐতিহাসিক অধিবেশন যখন আসন্ন, তখন আমি দলমত নির্বিশেষে সকল সংসদ সদস্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি- ভারতের নারীদের কল্যাণে গৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সমর্থনে আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন। আসুন, আমরা গভীর দায়িত্ববোধ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই সুযোগকে কাজে লাগাই। আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি, যা আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন ঘটায়।

ভারত বরাবরই প্রমাণ করেছে যে, যখনই জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয় সামনে আসে, তখন সে মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে সক্ষম। এটিও তেমনই একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। আসুন, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এগিয়ে যাই; সাংবিধানিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করি এবং জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে আমাদের 'নারী শক্তি'কে আরও বেশি ক্ষমতায়িত করি।

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

গৌতম অধিকারী

গত সংখ্যার পর---রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কেবল কবিতার মাধ্যমেই ধরা যায় এবং শিল্পীর আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জগতের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সমাজে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হৃদয়ের ধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'উপনিষদ আমার পবিত্র গ্রন্থ। আমি তাদের আমার গুরু বলে মনে করি।' তিনি তাঁর নিজস্ব অনন্য সাহিত্য ও দার্শনিক কাজ তৈরি করতে তাদের ধারণাগুলিকে নিজের চিন্তা-চেতনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করেন এক সমসাময়িক চিরন্তন দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর প্রবন্ধ, 'ভারতের ধর্ম'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'বেদান্ত আমাদের সংস্কৃতি তৈরিতে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। এটি ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস এবং তার নৈতিক আদর্শের বসন্ত প্রবাহ। এটি তার চারুকলার জননী এবং তার দর্শনের ভিত্তি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক লেখা তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তিনি প্রায়শই অনুপ্রেরণার জন্য উপনিষদের দিকে চোখ ফেরাতেন। ঐক্য ও আত্ম-জ্ঞানের বিষয়বস্তু তাঁর কাজকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। ঠাকুরের জন্য সাহিত্য ছিল জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রা অন্বেষণের একটি উপায় এবং উপনিষদগুলি অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীরতম সত্য বোঝার মূল চাবিকাঠি। তিনি লিখেছেন: 'উপনিষদ হল হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। এগুলিতে বেদের সারমর্ম রয়েছে এবং সমস্ত হিন্দু দর্শনের ভিত্তি। তারা শেখায় যে, আত্মা পরম সত্তার সঙ্গে এক এবং সমস্ত মহাবিশ্ব এক।' রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে অনুধাবন করতে কোনও অসুবিধা হয় না যে, তিনি উপনিষদের একজন মহান অনুরাগী ছিলেন, যার প্রভাব তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। উপনিষদ বলে, আধ্যাত্মিক জগৎ ভৌত জগতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেন, যেটিতে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপনিষদ এছাড়াও শিক্ষা দেয় যে আত্মা অমর এবং মানুষের একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করা উচিত। তিনি অন্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্বেও বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর লেখা এই বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত বেদান্তের ভারতীয় দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা শেখায় যে ভৌত জগৎ একটি ভ্রম এবং শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই বাস্তব। এই দর্শন শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত এক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যৌবনে মৃত্যুর সম্ভাবনা দূরবর্তী। তাই তাকে নিয়ে কাব্যের মধ্যে দিয়ে লীলাবিলাস চলেছে। বার্ধক্যে মৃত্যু আসন্ন তখন তাকে নিয়ে আর লীলারস চলে না। মৃত্যুভয়কে একেবারে অস্বীকার তিনি করতে পারেননি। মৃত্যুভয়কে জয় করবার জন্য তিনি মৃত্যুর অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কবি বলেছেন,

'মানুষের মুখ্য ভয়, মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে জয় নাহি
জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে
মৃত্যুবিজয়ীর এটা হতে অক্ষয়
অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।'

কবি অনন্তপথ যাত্রার পরিকল্পনায় সান্ত্বনা লাভ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, আত্মা শাশ্বত, ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত এক চূড়ান্ত বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের জন্য, উপনিষদ ছিল তাঁর সারা জীবন অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার উৎস। যে মানুষ একটি বৃহত্তর সমগ্রের শুধুমাত্র টুকরো অংশ, এবং আমরা বৃহত্তর মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ করেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে পারি। এই দর্শনটি তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয় বারবার, যা প্রায়শই পাঠকদের বইয়ের বাইরে চিন্তা করার এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সৌন্দর্য দেখতে আহ্বান জানায়। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের সমস্ত জীবনের ঐক্যের বিশ্বাস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়শই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কে লিখতেন। উপনিষদ তাঁকে দেখিয়েছিল যে, মহাবিশ্ব একটি একক, ঐশ্বরিক নীতির প্রকাশ এবং জীবনের লক্ষ্য এই নীতির সঙ্গে আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ।

কবি বলেছেন, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার মিলনাগ্রহ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে মাঝে মাঝে একে স্পষ্টভাবে ধরতে পারি। পূর্ণের পথের যাত্রী আত্মার অমরতা ও অসীমতায় বিশ্বাসী কবির অন্তরে একদিকে যেমন অসীম তৃষ্ণা, তেমনি অপরদিকে অসীম আশা। তিনি জানেন মানুষের কোনও সাধনাই ব্যর্থ নয়--- যা কিছু অসম্পূর্ণ, সবই পূর্ণতা লাভ করবে একদিন।

'এ জন্মের যা কিছু সুন্দর
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ
যাত্রাপথে
পূর্ণকার ইঙ্গিত জানায়ে
বাজে মনে নহে দূর নহে বহুদূর।'

নদী যেমন অসীমের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অসীমের মধ্যে আমাদের সকল সাধনাই একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। এই সীমার জগতেও আমরা দেখি, যার অবসান হল মনে করি, তা নব নব রূপে ফিরে ফিরে আসে।

'ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে
আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে
ফল ফলবে।'

কবি অপূর্ণকে সূর্যের বিপরীত মনে করেন না। বলেন, পূর্ণাভিমুখী। তাই তো তিনি বলেছেন

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।'

কবি যেন সত্যের উপলব্ধি করে নিজেকে বার বার আশ্বস্ত করেছেন, সেই সত্যের কথা প্রভুর উদ্দেশে বলেছেন 'জীবনে যত পূজা হলো না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি সারা। যে ফুল না ফুটিয়ে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। / মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,/ রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট/ তাপবিমোচন করুণ কোর তব/মৃত্যু অমৃত করে দান।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রথম প্রভাতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই আহ্বান করেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায়। আবার বলেছেন, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'। অসীম প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিশ্বস্বীকৃতি এনে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর চিন্তার স্তরে স্তরে যে মানবকল্যাণের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত, রবীন্দ্র-গবেষণায় তা উঠে এসেছে। তবে সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ধারণ-লালন করতে হয়েছে। বালক বয়সে মায়ের মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে সন্তান ও স্ত্রীর অকালমৃত্যু এর মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর মতো বেদনাবহ ঘটনা যেখানে সমগ্র মানবসত্তাকে ওলোট-পালট করে দিতে সক্ষম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একান্ত স্বজন হারিয়েও নিজেকে স্থির রেখেছিলেন। তবে কাব্য-সাহিত্যে কবির 'মৃত্যু-দর্শন' নানা অনুষঙ্গে বিকশিত ও সমন্বিত হওয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যতই তিনি বেদনাবহ ঘটনাগুলো সসম্মানে আত্মস্থ করে উপেক্ষা করুন না কেন নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখেন 'খ্যাতির কলবরমুখর প্রাঙ্গণে আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা রয়েছে, সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না। আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে।' আবার, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে 'মৃত্যু' কবিতায় বলেন

'মৃত্যু অজ্ঞাত মোর
আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া
কাঁপিতেছি ডরে
এত ভালোবাসি
বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে আমি ভালো
বাসিব নিশ্চয়।'

অস্বীকারের সুযোগ নেই, 'মৃত্যু' এমনই এক বাস্তব সত্য যে, মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্বাসের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। যদিও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে নানা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে মৃত্যুকে। তাই সবসময় মৃত্যুকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে চায়। তবুও মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করে কোনও উপায় নেই মানুষের। কবির অধিকাংশ কবিতা এবং গানে পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার গভীর আকুতি প্রতিভাত। পরমপুরুষের সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়েই কবি যে পরম সুখের সন্ধান করেছেন, তা অনন্ত জীবনেরই ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বতানকে জীবন গানে' মেলাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি রচনা করেছেন দুঃখের গান, যা শুনে মানুষের মন অনন্তর পানে ধেয়ে যায়। এই অনাবিল অনন্তের ধারা মৃত্যু পরবর্তী অবস্থায় পর্যবসিত। তিনি বলেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো। সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার হৃদয়প্রান্তে, হে জীবন নাথ, শান্ত চরণে এসো।' জীবনকে আটকে রাখা যাবে না, এই পরম সত্যকে বারবার উপলব্ধিতে এনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যে মৃত্যুদর্শন এঁকেছেন, তা কালক্রমে হয়ে উঠেছে নান্দনিক এক জীবনদর্শন। তিনি লিখেছেন, 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।' তিনি স্বাভাবিকভাবে ঝরে যাওয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন লেখায়। এসব সত্য কবি জীবন দিয়ে বুঝেছেন। তাই তিনি মৃত্যু সম্পর্কে সানাই-এর 'ক্ষণিক' কবিতায় লিখেছেন 'এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি মনে মনে ভাবি একি ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে দিন হলে অবসান।' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দর্শনেও প্রেক্ষণবিন্দুতে আছে একটি বোধ; আর তা হলো মৃত্যু তার শোক ও দুঃখের মাধ্যমে জীবনে সত্যের, মুক্তির ও শক্তির ত্রয়ীরূপকেই ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং তাঁর মতে সুখের মতো দুঃখকেও স্বাগত জানাও, স্বাগত জানাও জীবনের মতো মৃত্যুকেও। এই চেতন-প্রক্রিয়া মৃত্যুর মাঝেও নান্দনিক অনুভবের ইঙ্গিতবাহী। রবীন্দ্রনাথ যাপনের অতলস্পর্শী হৃদয়মুখরতার গাম্ভীর্য থেকে খুঁজে এনেছেন মহিমান্বিত নান্দনিকতা। আবার সেই নান্দনিকতার কোলেই তিনি বস্তুত একা হয়েছেন। প্রাণময়ী উষ্ণতায় মেলে ধরেছেন জীবনের সহস্র রঙ। তাই রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দর্শন'-এর মতো তাঁর 'মৃত্যু-দর্শন'ও গুরুত্বপূর্ণ। বোধ করি, জীবনের প্রতিটি মাধুর্যমণ্ডিত মুহূর্তেই তিনি পরম মমতায় মৃত্যুর অনিবার্য শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি লিখেছেন 'ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভারে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই।' রবীন্দ্রনাথ নিজে আপন সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা পড়েননি ঠিকই, কিন্তু এটি মর্মে মর্মে জানতেন তাঁর জাগতিক দেহ বিলীন হলেও তিনি তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্যে চিরদিন তাঁর মমতাময়ী মর্ত্যভূমিতে অমর হয়ে থাকবেন। জীবনের সাধনায় তিনি যে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন, তা তাঁকে হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে উৎসাহিত করে। এই পরিতৃপ্তিই তাঁর অন্ন, পথের পাথেয়। 'বর্ষশেষ' কবিতায় কবি লিখেছেন 'যাত্রা হয়ে আসে সারা আয়ুর পশ্চিম পথ শেষে ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে। অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি। বর্ণ সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা জীবনের হেরিনু মহিমা।' তিনি বলেন 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' প্রিয়জনদের নানারকম দুঃখ-সওয়া এবং দুঃখ-দেওয়া অকালমৃত্যুগুলি প্রত্যেকটিই একটিমাত্র প্রশ্ন করে বসে আছে রবীন্দ্রনাথের মনে মানুষের জীবনে দুঃখের ভূমিকা কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তিনি দুঃখকে বুঝতে সক্ষম হন। যে কারণে কবির ভাবনায় মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, বাউল, কখনো বা বালিকা বধূর বর বেশে, সখা সেজে বন্ধুরূপে, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষার মতো অবগুণ্ঠনের আবরণ পরে, অরুণবহ্নির রুদ্র সাজে, জীবনরথের সারথি হয়ে, ললিত লোভন মোহন রূপে কিংবা জ্যোতির্ময়ের পরশমণি হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি পুরোপুরি মানবকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন বলেই হয়তো স্বজন বিয়োগবেদনা বা মৃত্যুবেদনা থেকে উত্থিত জীবনবিমুখতা তাঁর কাছে স্বার্থমগ্নতারই অন্য এক রূপ। মৃত্যুর সৌন্দর্য আস্বাদন করে তিনি সেই পরম উপলব্ধির অমিয়ধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতা ও গানে, সাহিত্যের নানা শাখায়।

বিনাশ নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শলাভে দেহের খোলস বদলে যায় বারংবার। কারণ এমন বদলেই সম্ভব হয়, নানা রূপ পরিগ্রহের ভেতর দিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের আস্বাদন রবীন্দ্রনাথে যার সার্থক উপস্থিতি। মানুষের ভালবাসার অকৃপণ উৎস কবিকে ভালোবাসার অপরাজেয় শক্তি যুগিয়েছে। বিদায় তাঁকে নিতেই হবে, এ সত্য জেনেও তিনি ভালোবাসার কাছে দাঁড়িয়ে লিখেছেন 'এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি। এ ভালবাসাই সত্য এ জন্মের দান। বিদায় নেবার কালে এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।'

কবি বলেন, 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে অঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। রবীন্দ্রনাথ মূলত জীবন অনুসন্ধানের দিকেই গুরুত্বারোপ করেছেন। আর তাই জীবন-মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রণয়খেলা কবির কাছে নবজীবন, নবযৌবন লাভের আহ্বান নিয়ে এসেছে। এসেছে নান্দনিক বোধের উৎস হয়ে। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

ভারত-জর্ডন সম্পর্ক 'খুবই মজবুত ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে': রাষ্ট্রদূত আবদেলঘানি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও জর্ডনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে "খুবই শক্তিশালী, মজবুত এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা" বলে উল্লেখ করলেন ভারতে নিযুক্ত জর্ডনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ আবদেলঘানি। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও জোরদার করার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন তিনি।

আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আবদেলঘানি জানান, দুই দেশ ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমাদের সম্পর্ক খুবই শক্তিশালী, মজবুত এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও অভিন্ন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। গত বছর আমরা ভারত-জর্ডন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করেছি।"

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জর্ডনের রাজা আব্দুল্লাহ দ্বিতীয়-এর মধ্যে সুদৃঢ় ব্যক্তিগত সম্পর্ক দুই দেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত শুরুর পর দুই নেতার মধ্যে একাধিকবার ফোনালাপও হয়েছে। গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর জর্ডন সফরের সময় রাজা আব্দুল্লাহ দ্বিতীয় এবং যুবরাজ আল-হুসেইন বিন আব্দুল্লাহ দ্বিতীয়ের সঙ্গে বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। সেই সময় সংস্কৃতি, নবায়নযোগ্য শক্তি, জল ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এছাড়াও পেত্রা ও এলোরার মধ্যে 'টুইনিং অ্যারেঞ্জমেন্ট'-এর কথাও উল্লেখ করা হয়, যা দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

রাষ্ট্রদূত জানান, ফেব্রুয়ারিতে জর্ডনের রানি রানি রানিয়া ভারত সফর করেন, যা দুই দেশের উচ্চস্তরের কূটনৈতিক যোগাযোগের অংশ। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত সফর ও যোগাযোগ বজায় রয়েছে।

তিনি আরও জানান, জর্ডনে বর্তমানে ২০ হাজারের বেশি ভারতীয় বসবাস করেন এবং তাঁদের যথাযথ যত্ন নেওয়া হয়। খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও জর্ডন ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা ফসফেট, ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে।ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে আরও উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে জর্ডন আগ্রহী বলেও জানান তিনি।

'অশিক্ষিত গুজরাটি' মন্তব্যে বিতর্ক, দুঃখপ্রকাশ খাড়গেরবললেন, 'ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে'

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): কেরালার এক নির্বাচনী সভায় 'গুজরাটের মানুষ অশিক্ষিত' মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বক্তব্য "ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে" এবং কারও অনুভূতিতে আঘাত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

এক্স -এ খাড়গে লেখেন, "কেরালায় আমার সাম্প্রতিক ভাষণের কিছু মন্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তবুও আমি আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি। গুজরাটের মানুষের প্রতি আমার সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং থাকবে।"

উল্লেখ্য, ৬ এপ্রিল কেরালার ইদুক্কিতে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাড়গে বলেন, কেরালার মানুষ "শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান" এবং তাঁদের বিভ্রান্ত করা যায় না, "গুজরাট বা অন্য জায়গার অশিক্ষিত মানুষের মতো নয়।" এই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানায় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং গুজরাটের শাসক মহল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অসমে এক সভায় বলেন, গুজরাটকে 'অশিক্ষিত' বলা কংগ্রেসের মানসিকতার পরিচয়, যার জবাব মানুষ দেবে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এই মন্তব্যকে "অত্যন্ত আপত্তিকর ও দুর্ভাগ্যজনক" বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, "এতে গুজরাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এটি মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল-এর প্রতি অপমান।"

তিনি আরও দাবি করেন, "কংগ্রেসের গুজরাট-বিরোধী মানসিকতা নতুন নয়, বহুদিনের।"

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি-ও খাড়গের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, এই মন্তব্য ৬.৫ কোটি গুজরাটবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত করেছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে, বিশেষত আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদারে বৈঠক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, "বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেছি। ভবিষ্যতেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার বিষয়ে একমত হয়েছি।"

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মঙ্গলবার 'গুডউইল ভিজিট'-এ নয়াদিল্লিতে পৌঁছান। ঢাকার তরফে জানানো হয়েছে, এই সফর ভবিষ্যতে দুই দেশের সহযোগিতাকে আরও কার্যকর ও টেকসই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ভিত্তি তৈরি করবে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে উষ্ণ এবং জনগণের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই সফর দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী, খলিলুর রহমান ১০-১২ এপ্রিল মরিশাসে অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্সে অংশ নেবেন। সেই পথে নয়াদিল্লিতে তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এই সফরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি কোনও বাংলাদেশি মন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর। এর আগে মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল।

অন্যদিকে, সোমবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ইতিবাচক ও গঠনমূলক পথে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা আগ্রহী।

বঙ্গে ভোটকর্মীদের 'রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব'-এর অভিযোগে সিইসি-কে চিঠি তৃণমূলের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-কে চিঠি দিল তৃণমূল কংগ্রেস।

দলের চার রাজ্যসভার সাংসদডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মেনকা গুরুস্বামী এবং সাকেত গোখলেযৌথভাবে স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-এর বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সরকারি সফরের সময় সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে এক বিজেপি নেতাকে দেখা গিয়েছে, যা নির্বাচনী প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির প্রার্থী এবং বর্তমান বিধায়ক হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "রাজনৈতিকভাবে যুক্ত কোনও ব্যক্তির নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি নির্বাচন ব্যবস্থার পবিত্রতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করছে।"

এছাড়াও, তৃণমূলের অভিযোগ, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের প্রাক্তন বিডিও সুরজিৎ রায়, যার সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি, তাঁকে আগে ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই ঘটনাও নির্বাচনী নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে দাবি করা হয়েছে।

চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি বৃহত্তর প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, যা নির্বাচন পরিচালনার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

শেষে নির্বাচন কমিশনের কাছে অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার এবং নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

অরুণাচলে ১,৭২০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ব্যয় ২৬,০৬৯ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি বুধবার অরুণাচল প্রদেশে ১,৭২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কামলা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের জন্য ২৬,০৬৯.৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে।

এই প্রকল্পটি অরুণাচল প্রদেশের কামলে, ক্রা দাড়ি এবং কুরুং কুমে জেলায় নির্মিত হবে। মন্ত্রিসভার নোট অনুযায়ী, প্রকল্পটির কাজ শেষ হতে প্রায় ৯৬ মাস সময় লাগবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে অবকাঠামোগত উন্নতি ঘটবে। প্রায় ১৯৬ কিলোমিটার রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করা হবে, যা স্থানীয় মানুষের ব্যবহারের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

এছাড়াও হাসপাতাল, স্কুল ও বাজারের মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ৮ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র কার্যক্রমের সুবিধাও পাবেন।

এই প্রকল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,৭২০ মেগাওয়াট (৮অ২১০ মেগাওয়াট এবং ১অ৪০ মেগাওয়াট) এবং বছরে প্রায় ৬,৮৭০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

উৎপাদিত বিদ্যুৎ অরুণাচল প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ জোরদার করবে, পিক ডিমান্ড মেটাতে সাহায্য করবে এবং জাতীয় গ্রিডের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণেও এই প্রকল্প সহায়ক হবে।

এই প্রকল্পটি এনএইচপিসি লিমিটেড এবং অরুণাচল প্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে।

সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪,৭৪৩.৯৮ কোটি টাকা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১,৩৪০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। এছাড়া রাজ্যের ইক্যুইটি অংশের জন্য ৭৫০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তাও দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্প থেকে অরুণাচল প্রদেশ ১২ শতাংশ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে এবং অতিরিক্ত ১ শতাংশ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল-এর জন্য বরাদ্দ থাকবে, যা এলাকার সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়নে সমন্বয় নজরদারি ও সময়মতো কাজ জরুরি: জিতেন্দ্র সিং

জম্মু, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সরকারি কর্মসূচি তৃণমূল স্তরে সফলভাবে পৌঁছে দিতে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, কঠোর নজরদারি এবং সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

বুধবার কিশোয়ার জেলায় জেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ কমিটি-র বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনি। বৈঠকে জেলার চলমান প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

বৈঠকে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও পর্যটন উন্নয়নের জন্য এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ, সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-র মতো প্রকল্পে গুণমান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

এছাড়া শ্মশান শেড নির্মাণ, বিদ্যুৎ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কান্দানি এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন এবং কালা জিরা ও জাফরানের মতো স্থানীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও ব্র্যান্ডিং নিয়েও আলোচনা হয়।

যুব সমাজকে ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে 'সাংসদ খেল' উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের যুক্ত করার ওপর জোর দেন তিনি।

বিদ্যুৎ দফতরকে স্বচ্ছ ও গ্রাহকবান্ধব স্মার্ট মিটারিং ব্যবস্থা চালুর নির্দেশও দেন জিতেন্দ্র সিং। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

বৈঠকে রাজ্যসভার সাংসদ সাজ্জাদ আহমেদ কিচলু, কিশোয়ারের বিধায়ক শাগুন পারিহার, দিশা কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে কিশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা জেলার উন্নয়নমূলক অগ্রগতি ও সামাজিক খাতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

গ্রীষ্মের শুরুতে বাজারে এলো তরমুজ। ছবি নিজস্ব।

বঙ্গ ভোট: বুথ নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসিআই পর্যবেক্ষককে সরালেন সিইসি

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বুধবার এক ইসিআই-নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষককে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলার কোচবিহার (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ পর্যবেক্ষক অনুরাগ যাদব সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটকেন্দ্রের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও রাখতে পারেননি। একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে এই বিষয়টি সামনে আসে, যেখানে সিইসি-র সভাপতিত্বে সকল সাধারণ পর্যবেক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে সিইসি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক নিজের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রের বুথসংখ্যা সম্পর্কেও অবগত নন। তিনি অনুরাগ যাদবের দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সিইসি মন্তব্য করেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেননি। ফলে তাঁর কার্যকারিতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশনযা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে করা হয়নি।

পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যার দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে রয়েছে, যেখানে ৮৪ জন নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যয় পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেও তামিলনাড়ুর পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

চুল পেকে যাওয়া বা পাতলা হওয়া কি শুধুই বয়সের দোষ

একঢাল কালো চুলের মাঝে দু-একটি রুপোলি রেখা দেখা দিলেই চিন্তা গ্রাস করে। বয়স বেড়ে যাওয়ার কথা শরীর এই ভাবেই তো জানান দেয়। অথচ চিকিৎসকরা বলছেন, পাকা চুল চোখে পড়ার অনেক আগেই চুলের বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। গবেষক, চিকিৎসক দেবরাজ সোমের মতে, 'চুলের অকালপক্কতা বা পাতলা হয়ে যাওয়া আসলে চুলের গোড়া বা ফলিকলের ভিতরে ঘটে যাওয়া দীর্ঘস্থায়ী জৈবিক পরিবর্তনের ফল।'

চুলের গোড়ায় আসলে কী ঘটে?

প্রতিটি চুলের গোড়া বা ফলিকল শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো কাজ করে। তরুণ বয়সে চুলের বৃদ্ধির চক্র স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চক্রে পরিবর্তন আসে। চুলের দৈর্ঘ্য বাড়ার সময় সংকুচিত হয়। একটি চুল ঝরে যাওয়ার পর নতুন চুল গজাতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। মজবুত চুল ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে।

চুল বুড়িয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। দূষণ, অতিবেগনি রশ্মি, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং মানসিক চাপের কারণে স্ক্যাল্পের ভিতরে ক্ষতিকারক মলিকিউলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এটি চুলের স্টেম সেলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা নতুন চুল গজানোর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পাশাপাশি, স্ক্যাল্পে হতে থাকা প্রদাহ চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেয়। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও এই কারণেও কিন্তু চুলের আয়ু কমতে থাকে। রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ার ফলে ফলিকলগুলি পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না, যার চূড়ান্ত ফলাফল হলো চুল পাতলা হয়ে যাওয়া।

চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গে তা পাতলা হতে শুরু করে। এর কারণ, অক্সিডেটিভ ড্যামেজ চুলের পিগমেন্ট বা রং তৈরির কোষগুলিকে নষ্ট করে, সেই একই প্রক্রিয়া চুলের গোড়াকেও দুর্বল করে দেয়। ফলে রং হারানো এবং ঘনত্ব কমে যাওয়া দু'টি ঘটনাই প্রায় একইসঙ্গে ঘটে। আধুনিক গবেষণা বলছে, কেবল শ্যাম্পু বা কন্ডিশনার মেখে চুলের বার্ধক্য রোধ করা সম্ভব নয়। তবে স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলা, অক্সিডেশন বা কোষের ক্ষয় কমানো এবং ফলিকলের কার্যকারিতা পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে পুনরায় চুলের ঘনত্ব বা রং ফিরে পাওয়া সম্ভব।

তোয়ালে কী ভাবে কাচবেন

স্নান করে বেরোলেন। আধ-ভেজা গামছা বা তোয়ালেটা বাথরুমেই ঝুলিয়ে রাখলেন। আবার কেউ কেউ জামাকাপড় কাচার বালতিতেই ছুড়ে রেখে দিলেন। কিংবা জড়ো করে রাখলেন ঘরের এক কোণে। এই অভ্যাস কিন্তু মোটেই ভালো নয়। এতে শুধু যে তোয়ালে-গামছার মেয়াদ ফুরোয় তা নয়। ঘরেও রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে। তোয়ালে-গামছা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানা জরুরি।

ভিজে তোয়ালে এ ভাবে রাখবেন না ভিজে তোয়ালে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। ভিজে গামছা বা তোয়ালে অন্য পোশাকের সঙ্গে রাখলে শুকনো জিনিসও ভিজে যাবে। পাশাপাশি ভিজে বস্তু থেকে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়। তাই অন্য পোশাকও দ্রুত ভিজে যাবে, সেখানে ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে এবং আঁশটে গন্ধ ছাড়বে। ভিজে তোয়ালে বাথরুমে রাখাও চলবে না বাথরুম স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা এবং জীবাণুর আঁতুড়ঘর। এমন জায়গায় ভিজে তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে সেখানেও রোগজীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এই কাজও একেবারেই করা উচিত নয়। এ ছাড়া ভিজে তোয়ালে বিছানায়, খাটের এক পাশে কিংবা সোফা-চেয়ারেও জড়ো করে রাখা চলবে না। কোথায় রাখবে ভিজে তোয়ালে-গামছা? স্নান সেরে বেরোনো মাত্র ভিজে তোয়ালে-গামছা দড়িতে মেলে দিন। খোলা হাওয়ায় কিংবা রোদের তলায় মেলে দিন। এতে ভিজে তোয়ালে-গামছা দ্রুত শুকিয়ে যাবে। তার পরে সেটি কাচার জন্য লন্ড্রি ব্যাগে রাখতে পারে কিংবা ওয়াশিং মেশিনে দিতে পারেন। রোদে শুকোনোর পরেও তোয়ালে থেকে বিশ্রী গন্ধ ছড়ালে বুঝবেন, এটি জীবাণুমুক্ত নয়। তা হলে এটি আরও ভালো করে কাচতে হবে কিংবা ওই তোয়ালেটি বাতিল করে দিতে হবে। গামছা- তোয়ালে কি রোজ কাচা উচিত?

গরমকালে দিনে দু'বার স্নান করতে হয়। কিন্তু দু'বারই গামছা-তোয়ালে কাচা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাড়িতে একাধিক তোয়াল-গামছা থাকে। সেগুলো নিয়মিত কাচা সময় সাপেক্ষও। তবে একটা গামছা বা তোয়ালে ৩-৪ বার ব্যবহার করার পরে কাচা উচিত। যে তোয়ালেতে শুধু হাত-মুখ মোছেন, সেগুলো ১-২ দিন অন্তরই কেচে নেবেন। তোয়ালে-গামছা কী ভাবে কাচবেন? ঠান্ডা বা ঈষদুষ্ণ জলে হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে তোয়ালে- গামছা কেচে নিন। তোয়ালে- গামছার দুর্গন্ধ দূর করতে এতে ভিনিগার মিশিয়ে দিতে পারেন। এতে তোয়ালে-গামছা জীবাণুমুক্তও হবে। কত বছর অন্তর তোয়ালে-গামছা বদলানো দরকার? তোয়ালে- গামছা না ছেঁড়া পর্যন্ত সেটা পরিবর্তন না কেউ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তর তোয়ালে-গামছা বদলানো দরকার। কারণ, ভিজে তোয়ালে-গামছা জীবাণুর আঁতুড়ঘর হয়। যতই কেচে ব্যবহার করুন, নির্দিষ্ট সময়ের পর এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। স্নানের জন্য যে তোয়ালে-গামছা ব্যবহার করবেন, সেটা ২-৩ বছর অন্তর বদলে ফেলা উচিত।

রান্না করা খাবার সংরক্ষণ করতে ফ্রিজই ভরসা

রান্না ছাড়াও সংসারের হাজারো কাজ থাকে। তার পরে অফিসের কাজও থাকে। একা হাতে সব কিছু সামলানো কঠিন। তার উপর রান্না করতে গেলে বেশ অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। যদিও এই ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয় ফ্রিজ। যেমন আগের দিন রাতে জোগাড় সেরে ফ্রিজে রাখলে, পরদিন চটজলদি রান্না হয়ে যায়। আবার একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণে খাবার বানিয়ে রাখলে আগামী ২-৩ দিন অনায়াসে চলে যায়। কিন্তু সেগুলো ফ্রিজে রাখা কৌশল রয়েছে। অন্যথায় আপনি রান্না করে ফ্রিজে স্টোর করলেন আর ৩ দিন পরে খেতে গিয়ে দেখলেন পচে গিয়েছে। তাই জেনে নিন ফ্রিজে কোন খাবার কী ভাবে রাখা উচিত।

রান্না করা ডাল রাখুন এ ভাবে

যে কোনও ডাল, রাজমা, চানামশলা, ছোলা কলাই ইত্যাদি ফ্রিজে রাখতে পারেন। এগুলো রান্না করার পরে ঘরের তাপমাত্রায় আসতে দিন। তার পরে কাচের এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। ডাল রান্নার পরে কৌটোর মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজকুচি বা ধনেপাতা কুচি ছড়াবেন না। ডাল রান্না করে ডিপ ফ্রিজেও রাখা যায়। খাওয়ার আগে ভালো করে গরম করে নিলেই হবে।

শুকনো বা মাখা মাখা তরকারি

একদম গ্রেভি নেই বা মাখা মাখা তরকারি বানিয়েছেন। তাতে আলু, ফুলকপি থেকে শুরু করে সব রকম সব্জি রয়েছে। যে কোনও সব্জির তরকারি-ই ফ্রিজে রাখা যায়। তরকারি রান্না করার পরে ঘরের তাপমাত্রায় আসতে দিন। তার পরে এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। গরমকালে খুব সকালে রান্না করলেও এই টোটকা মানতে পারেন। তা হলে খাবারে পচন ধরবে না।

চালের জিনিস-ও ফ্রিজে রাখা যায়

ভাত, পোলাও, জিরা রাইস যে কোনও চালের জিনিসই ফ্রিজে রাখতে পারেন। যে কোনও পাত্রে রেখে ঢাকা দিয়ে ভাত ফ্রিজে রাখতে পারেন। শুধু খাওয়ার আগে গরম করতে হবে। আর গরম করার সময়ে একটু জল ছড়িয়ে দিন। এতে ভাত নরমই থাকবে।

রুটি-পরোটা রাখবেন কী ভাবে?

রুটি, লুচি ফ্রিজে রাখার সময়ে ফয়েল পেপার ব্যবহার করুন। এই ধরনের খাবার ফয়েল পেপারে মুড়ে জিপলক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। খাওয়ার আগে গরম করে নিন।

কোন খাবারগুলি ফ্রিজে রাখলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়?

পনিরের তৈরি পদ ফ্রিজে রাখবেন না। এতে পনির রবারের মতো হয়ে যায়। দই দিয়ে তৈরি কোনও গ্রেভি বা পদ ফ্রিজে না রাখাই ভালো। এই ধরনের খাবার থেকে জল বেরোতে থাকে। স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। ভাজাভুজি খাবার টাটকা খাওয়াই ভালো। ফ্রিজে রাখলে তার মুচমুচে ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

ফ্রিজে খাবার রাখার নিয়মকানুন

খাবার প্রথমে ঘরের তাপমাত্রায় আনতে হবে, তার পরে ফ্রিজে রাখতে হবে। গরম অবস্থায় খাবার ফ্রিজে ঢোকালে তার নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকটা পরিমাণে খাবার তৈরি করলে সেটা অল্প অল্প করে ভাগ করে নিন। ছোট ছোট কৌটোতে রাখুন। রোজ ওই ছোট কৌটো বের করে গরম করুন। এক জায়গায় সবটা রাখলে সেটা বার বার বের করতে হবে এবং খাবারটা ঘাঁটতে হবে। এতে খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঢাকা দেওয়া এবং এয়ার টাইট কৌটোতেই খাবার রাখবেন। অন্যথায় জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে।

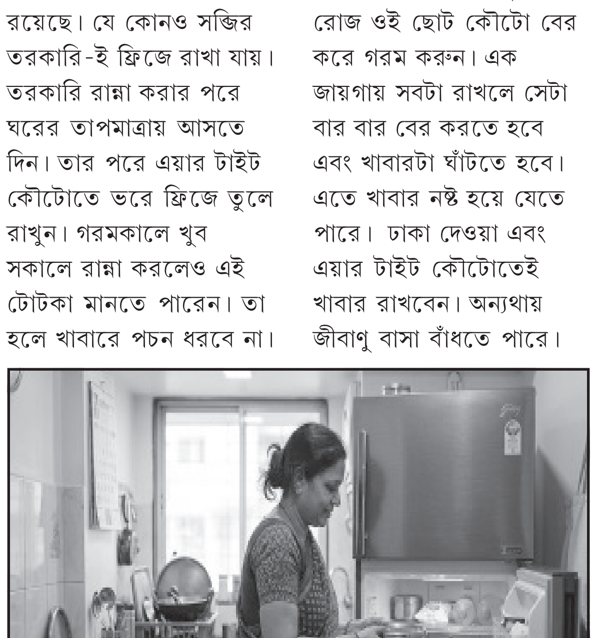

ভাতে মেশান এক চামচ 'হেলদি ফ্যাট' পেট ভরবে, ওজন বাড়বে না

ডায়েটের প্রসঙ্গ উঠলে সবার আগে প্লেট থেকে ভা বাদ দেওয়ার কথাই মাথায় আসে। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন অন্য কথা। মাছে-ভাতে বাঙালির পাত থেকে ভাত একেবারে বাদ না দিয়ে খাওয়ার ধরনে সামান্য পরিবর্তন আনলেই ওজন কমতে পারে। সম্প্রতি একটি গবেষণা স্বাস্থ্য মহলে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। পুষ্টিবিদরা মনে করছেন, ভাত রান্নার সময়ে যদি সামান্য পরিমাণে 'হেলদি ফ্যাট' যোগ করতে পারলে তা কেবল স্বাদে নয়, পুষ্টিগুণেও অনন্য হয়ে ওঠে।

কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে হেলদি ফ্যাটের জুটি ওজন কমাতে সাহায্য করে?

১. তৃপ্তি : ভাত মূলত কার্বোহাইড্রেট। তার সঙ্গে যদি সামান্য ঘি, নারকেল তেল বা মাখন যোগ করা হয়, তবে তা পাকস্থলীতে হজমের প্রক্রিয়াকে কিছুটা ধীর করে দেয়। এর ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় না। দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে।

২. গ্লাইসেমিক ইনডেক্স নিয়ন্ত্রণ: স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ভাতের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমিয়ে দেয়। ফলে ভাত খাওয়ার পর ঝিমুনি ভাব বা আলস্য অনেকটাই কমে যায়। ৩. পুষ্টি শোষণ: এমন অনেক ভিটামিন রয়েছে যেগুলি (যেমন ভিটামিন এ, ডি, ই ,কে, ফ্যাট-সলিউবল বা চর্বিতে দ্রবণীয়। ভাতে সামান্য ঘি বা তেল থাকলে শরীর সেই পুষ্টি উপাদানগুলি আরও ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে। কী ভাবে তৈরি করবেন এই 'সুপার রাইস'?

ঘি বা নারকেল তেল: ভাত ফুটে ওঠার সময় বা জল ঝরানোর পর এক চা-চামচ খাঁটি গাওয়া ঘি বা কোল্ড-প্রেসড নারকেল তেল মিশিয়ে দিন। প্রোটিন: ভাতের সঙ্গে ডাল, সব্জি বা মাছের পাশাপাশি এই ফ্যাট যোগ করলে এটি একটি সম্পূর্ণ সুষম আহার হয়ে উঠতে পারে।

শুধু থেরাপি নয়, অটিস্টিক শিশুদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরাতে পারে সচেতনতা

ভারতে বর্তমানে অটিজম বা এ এস ডি আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষেরও বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ৬৫ থেকে ১০০ জন শিশুর মধ্যে একজন অটিজমের শিকার। তবে এই সংখ্যার বাইরেও এক বিশাল অংশ থেকে যাচ্ছে নিভৃতে, যাদের সঠিক রোগ নির্ণয় এখনও সম্ভব হয়নি। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে শনিবার বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পিয়ারলেস হাসপাতাল। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের আর্লি ইন্টারভেনশন বা দ্রুত শনাক্তকরণ এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি থেরাপির বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়েছে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, সঠিক সময়ে থেরাপি শুরু করলে এই শিশুরা তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। পিয়ারলেস হাসপাতালের চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকের কো-অর্ডিনেটর এবং বিশিষ্ট মনোবিদ ডাঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অটিজম সম্বন্ধে সচেতনতার অর্থ হলো বিষয়টির সঙ্গে একাত্ম হওয়া, বোঝা। সঠিক পরিকাঠামো এবং থেরাপির মাধ্যমে এই শিশুদের যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।' পাশাপাশি অভিভাবকদেরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জেনে রাখা প্রয়োজন। ১. আইনি সচেতনতা: প্রতিবন্ধী শংসাপত্র , অভিভাবকত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ নিয়ে রাখা। ২. আচরণ নিয়ন্ত্রণ: অটিজম আক্রান্ত শিশুদের আবেগ ও আচরণ আর পাঁচটা বাচ্চার থেকে আলাদা। সেই বিষয়ে অবশ্যই মনোবিদদের সাহায্য নেওয়া। ৩. স্পিচ থেরাপি: অটিজম আক্রান্ত শিশুদের স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে বা ভাব বিনিময় করতেও সমস্যা হয়। সেই সমস্যা সমাধানে প্রথম থেকেই স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য পিয়ারলেস হাসপাতালে রয়েছে বিশেষ চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক। যেখানে শিশুদের বিকাশের জন্য বেশ কিছু উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট এবং আইকিউ মূল্যায়ন। বিহেভিয়ারাল থেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপি। সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি। অভিভাবকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাপিয়া খওয়াশের মতে, 'শুধু থেরাপি নয়, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঠিক জ্ঞান এবং সরঞ্জাম দিয়ে সচেতন করাও এই ক্লিনিকের অন্যতম উদ্দেশ্য। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পিয়ারলেস হাসপাতাল বদ্ধপরিকর।

চুল পড়া কমায় কুমড়োর দানার তেল

ছোট চুলই ট্রেন্ডিং। কিন্তু ঘন-লম্বা চুল কার না ভালো লাগে। যত্ন নেওয়ার অভাবে চুল নষ্ট হয়ে যায়। তখন না চাইতেও চুল কেটে ছোট করে নিতে হয়। তা ছাড়া বাজারে এত রকমারি প্রসাধনী পাওয়া যায় যে, কোনটা ছেড়ে কোনটা মাখা উচিত, সেটাই বোঝা যায় না। কিন্তু চুলের যত্নে শ্যাম্পু-কন্ডিশনারের পাশাপাশি তেলের সমান গুরুত্ব রয়েছে। আর সেই তেল যদি কুমড়োর দানা থেকে তৈরি হয়, তা হলে আরও ভালো। কুমড়োর দানার তেল চুল ও স্ক্যাল্পের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কুমড়োর দানার তেল চুলের যত্নে কী ভাবে কাজ করে? কুমড়োর দানার তেলে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এটি চুলের কোষে পুষ্টি জোগায় এবং চুলের সমস্যা দূর করে। তা ছাড়া কুমড়োর দানার তেলে ভিটামিন ই, জিঙ্ক এবং ফাইটোস্টেরলের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এগুলো হেয়ার ফলিকলকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে বাঁচায় এবং প্রদাহ প্রতিরোধ করে। এর জেরে চুল পড়া বন্ধ হয় এবং চুল পাতলা হয়ে যায় না। চুল পড়া কমায় কুমড়োর দানার তেল? ২০২১ সালে Journal of Cosmetic Dermatology - এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুমড়োর বীজের তেলের মহিলাদের চুল পড়া কমাতে কার্যকর। এই তেলে ফাইটোস্টেরল নামের একটি যৌগ রয়েছে, যা চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে। মহিলা ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই চুল পড়া কমতে কার্যকর কুমড়োর বীজের তেল। এই তেল মাখলে কি নতুন চুল গজাবে? ২০১৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টানা ২৪ সপ্তাহ ধরে যে সব পুরুষেরা প্রতিদিন কুমড়োর বীজের তেল খেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চুলের বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে ওই সাপ্লিমেন্টের সঙ্গে আরও অন্যান্য উপাদানও ছিল। তবে নতুন চুল পাওয়ার আশায় কুমড়োর দানার তেল মাখতে পারেন। এতে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায় এবং নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। কী ভাবে কুমড়োর বীজের তেল ব্যবহার করবেন? কুমড়োর বীজের তেলের ক্যাপসুল এবং হেয়ার অয়েল দু'টোই পাওয়া যায়। যে কোনও সাপ্লিমেন্ট চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত। তবে কুমড়োর দানার হেয়ার অয়েল যে কেউ মাখতে পারেন। যদি অস্বাভাবিক ভাবে চুল পড়ে, তা হলে প্রথমে সাপ্লিমেন্টের সাহায্য নিতে পারেন। তার পরে তেল মাথায় মাখতে পারেন।

গরমে ত্বক ভাল রাখতে সানস্ক্রিন ভালো

গরমকালে শুধু শরীরের কথা ভাবলে চলবে না। নজর দিতে হবে ত্বকের ভালো-মন্দের দিকেও। এই মরশুমে ত্বক তৈলাক্ত হয়ে ওঠে। ঘামের সঙ্গে ধুলো-বালি, জীবাণু মিশে ত্বকের জেল্লা কেড়ে নেয়। পাশাপাশি ত্বকে ট্যান, দাগছোপ ও ব্রণ বাড়তে থাকে। তাই গরমকালে ত্বকের যত্ন নিয়ে আরও সচেতন হওয়া জরুরি।

সাধারণত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে এমন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই ত্বক ভালো থাকে। এ ছাড়া ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিংএই ৩ ধাপ মেনে চলতেই হবে। এ ছাড়া এই মরশুমে ত্বকের যত্নে কোন কোন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে, জেনে নিন। মেকআপ না করাই ভালো— পাখার তলা থেকে সরলেই ঘাম হচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই ঘেমে যাচ্ছে মুখ। এমন অবস্থায় চড়া মেকআপ না করাই ভালো। ঘাম ও মেকআপ একসঙ্গে মিলে ত্বকের উন্মুক্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেয়। এর জেরে হোয়াইটহেডস ও ব্রেকআউটের আশঙ্কা বাড়ে। পাশাপাশি ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায় এবং মেকআপ উঠে যায়। এতে দেখতে আরও খারাপ লাগে।

সানস্ক্রিন না মাখা— এই প্রসাধনীর কদর সবচেয়ে বেশি গ্রীষ্মকালে। সকালবেলা সানস্ক্রিন ছাড়া এক পা চলা উচিত নয়। সানস্ক্রিন ত্বকের উপর সুরক্ষা কবচের কাজ করে। সানস্ক্রিন না মাখলে ট্যান, সানবার্ন, জ্বালা ভাব, প্রদাহ বাড়তে পারে। এই মরশুমে সানস্ক্রিন মাখা বাধ্যতামূলক।

বার বার মুখ ধোয়া— গরমে ত্বকে তেলতেলে ভাব বাড়ে। যতই মুখ ধুয়ে নিন, আবার কপাল তৈলাক্ত হয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে বার বার মুখ ধোয়া একেবারেই উচিত নয়। এতে ত্বকের যে প্রাকৃতিক তেল থাকে, তা নষ্ট হয়ে যায়। দিনে মাত্র দু'বার ক্লিনজার দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত। তীব্র গরমে মাঝেমধ্যে মুখে-চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে পারেন। এতে আরাম মিলবে।

অত্যধিক প্রসাধনী মাখা— এই গরমে যত কম প্রসাধনী ব্যবহার করবেন, ততই ভালো। রিফ্রেশিং টোনার ও হালকা ময়েশ্চারাইজার মাখাই যথেষ্ট। অত্যধিক প্রসাধনী ব্যবহার করলে ত্বকের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং ত্বক আরও তৈলাক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যা এড়াতে অত্যধিক প্রসাধনী মাখা এড়িয়ে চলুন।

জল কম খাওয়া— গরমে ত্বকের খেয়াল রাখতে শুধু প্রসাধনীর উপর জোর দিলে চলবে না। এই গরমে জলও খেতে হবে। বেশি করে জল না খেলে ত্বকে ভিতর থেকে শুষ্ক হয়ে যাবে। তখন জ্বালা ভাব ও প্রদাহ আরও বাড়তে থাকে এবং জেল্লা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এই গরমে সুস্থ থাকতে হলে জল-ই ভরসা।

১২২ কোটি টাকার তছরুপ মামলায় প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্তার পরিবারের ১৬.৯৫ কোটির সম্পত্তি জব্দ ইডির

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ১২২ কোটি টাকার তছরুপ মামলায় বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সংস্থাটি প্রাক্তন নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিরেন রঞ্জিত ভানু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রায় ১৬.৯৫ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, জব্দ করা সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফিক্সড ডিপোজিট, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আবাসিক ফ্ল্যাট, বাণিজ্যিক অফিস এবং কৃষিজমি। এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে।

মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা-এর দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইডি। অভিযোগ, নিউ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে প্রায় ১২২ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, ব্যাঙ্কের তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টস প্রধান হিতেশ প্রবীণচন্দ্র মেহতা এই জালিয়াতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নাকি হিসাব ব্যবস্থায় কারচুপি করে বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভুয়ো নগদ লেনদেনের রেকর্ড তৈরি করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ আত্মসাৎ করেন।

ইডির দাবি, এই অনিয়মগুলি প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিরেন ভানুর নির্দেশেই করা হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সরাসরি ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর স্ত্রী গৌরী হিরেন ভানু, যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও ছিলেন, তাকেও এই মামলার অন্যতম সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইডির মতে, এই দম্পতি অন্তত ২৬ কোটি টাকার অবৈধ অর্থ লাভ করেছেন। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, হিরেন ভানু বিদেশে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যবসা অধিগ্রহণ করেন কোনও অর্থ প্রদান না করেই এবং ভারতীয় ঋণগ্রহীতাদের মাধ্যমে সেই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

এই মামলায় মুম্বই পুলিশের ইওডাব্লিউ ইতিমধ্যেই চার্জশিট জমা দিয়েছে। হিরেন ভানু ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। বর্তমানে তারা বিদেশে অবস্থান করছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করছেন না।

ইডি জানিয়েছে, আত্মসাৎ হওয়া অর্থের হদিস ও জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থার সন্ধানে তদন্ত এখনও চলছে। এই ঘটনায় ব্যাঙ্ক এবং আমানতকারীরা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহণে বড় বৈষম্য: ইউএনডিপি

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভোটার হিসেবে সক্রিয় থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও উদ্বেগজনকভাবে কমএমনটাই জানিয়েছে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সংলাপে এই বিষয়টি সামনে আসে। 'নারীদের আবিষ্কার, বিকাশ এবং নেতৃত্বদান'' শীর্ষক একটি প্রতীকী পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়, যা যৌথভাবে আয়োজন করে ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (বিইসি)।

ইউএনডিপি জানিয়েছে, বাংলাদেশের ''জনগণের প্রতিনিধিত্ব আদেশ' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই হার মাত্র ২.৩৩ শতাংশ, যা পরিস্থিতির গভীরতা স্পষ্ট করে।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ''নারী প্রার্থীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকেই আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন রেফারির ভূমিকা পালন করেদুই পক্ষের উদ্যোগ ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়।''

সংলাপে অন্যান্য বক্তারাও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তনের উপর জোর দেন। শুধু সংরক্ষণ নয়, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা দরকার যেখানে নারীরা নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জনজীবনে অংশ নিতে পারেন।

আরেক নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমেদ বলেন, ''সুশাসন এবং আইন প্রয়োগের যথাযথ বাস্তবায়ন নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যা তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করবে।''

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, ''নারীদের অবৈতনিক গৃহস্থালির কাজ যদি অর্থমূল্যে পরিমাপ করা হয়, তাহলে দেশের জিডিপি তিনগুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে।''

ইউএনডিপি-র আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বলেন, ''নারীরা নেতৃত্বে এলে গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয় এবং সমাজ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।''

সংলাপের শেষে ইউএনডিপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে নতুন অংশীদারিত্বের ঘোষণা করা হয়, যা ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে।

ইউএনডিপি জোর দিয়ে বলেছে, ''নারীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শুধু অধিকার বা ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়, এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।''

প্রাক্তন নেপাল প্রধানমন্ত্রী দেবা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা: রিপোর্ট

কাঠমান্ডু, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): অর্থপাচার সংক্রান্ত তদন্তে প্রাক্তন নেপাল প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং তাঁর স্ত্রী, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী অর্জু রানা দেউবা-র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে কাঠমান্ডু জেলা আদালতএমনটাই জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।

'দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিচারপতি মহেন্দ্র খড়কার বেঞ্চে মানি লন্ডারিং তদন্ত দফতরের আবেদনের ভিত্তিতে মঙ্গলবার এই পরোয়ানা জারি করা হয়।

উল্লেখ্য, এই মামলায় দেউবা দম্পতির পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি এবং পুষ্প কমল দাহাল-এর বিরুদ্ধেও অর্থপাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'জেন-জি আন্দোলন'-এর সময় দেউবা, প্রচণ্ডর কন্যা এবং প্রাক্তন জ্বালানি মন্ত্রী দীপক খড়কার বাড়িতে আগুন লাগানোর পর পোড়া টাকার ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। পরে ফরেনসিক পরীক্ষায় সেই নোটগুলি আসল বলে নিশ্চিত হওয়ায় তদন্ত জোরদার করা হয়।

বর্তমানে দেউবা ও তাঁর স্ত্রী দেশের বাইরে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসার জন্য তাঁরা সিঙ্গাপুরে যান এবং পরে হংকং সফরেও গিয়েছেন। এখনও তাঁরা দেশে ফেরেননি।

সূত্রের খবর, এই গ্রেফতারি পরোয়ানা ইন্টারপোলের 'রেড নোটিস' জারি করার প্রক্রিয়ার অংশ, যাতে বিদেশে তাঁদের আটক করে নেপালে ফিরিয়ে আনা যায়।

পাঁচবারের প্রধানমন্ত্রী দেউবা ১৯৯১ সাল থেকে নেপালের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হননি এবং দলের সভাপতির পদ থেকেও সরে যেতে হয়েছে।

এদিকে সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় আসার পর দেউবা দম্পতির বিরুদ্ধে তদন্ত আরও জোরদার হয়েছে।

শিরিন শারমিন চৌধুরীর গ্রেফতার 'ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলা': তীব্র প্রতিবাদ আওয়ামী লীগের

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের প্রাক্তন সংসদ স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী-র গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে ''ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলা'' বলে অভিহিত করেছে।

মঙ্গলবার ভোরে ঢাকার ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবন থেকে বাংলাদেশ পুলিশ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। তিনি দেশের প্রথম মহিলা স্পিকার ছিলেন।

বাংলাদেশের দৈনিক-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রংপুরে আন্দোলনের সময় স্বর্ণশ্রমিক মুসলিম উদ্দিনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারের সময় চৌধুরীর ওপর ''শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন'' চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির বক্তব্য, ''একজন দক্ষ, মার্জিত ও মানবিক নারী রাজনীতিবিদের সঙ্গে এ ধরনের অমানবিক আচরণ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল।''

দলটি আরও জানায়, ''রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা একজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ শুধু লজ্জাজনকই নয়, বরং একটি নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।''

আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে, ''মিথ্যা মামলা ও দমনমূলক এই পদক্ষেপগুলি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল।'' এতে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে এবং আইনের অপব্যবহার হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

দলটি চৌধুরীর অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ''মিথ্যা ও হয়রানিমূলক'' মামলা প্রত্যাহার এবং সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ''বাংলাদেশকে ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে এর কোনও বিকল্প নেই।''

এর আগে গত মাসেও আওয়ামী লীগ দেশজুড়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গণগ্রেফতার ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। দলটির অভিযোগ, ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন, নির্যাতন ও কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশকে 'বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে' ইউনুস সরকার আওয়ামী লীগের অভিযোগ

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): হাম রোগের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশে ১২৮ জনের বেশি মৃত্যুর প্রেক্ষিতে প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল আওয়ামী লীগ।

দলের নেতা মোহাম্মদ আলি আরাফাত অভিযোগ করেন, ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দেশের জনকল্যাণমূলক একাধিক প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে দেশকে ''বিপর্যয়ের মুখে'' ঠেলে দিয়েছে।

বুধবার এক্স-এ আরাফাত দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ইউনুস সরকার শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন সরকারের চালু করা জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচি-সহ একাধিক প্রকল্প বাতিল করে দেয়। এর ফলেই শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার বেড়েছে এবং নবজাতক পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই ১২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই শিশু। গত ২৪ ঘণ্টাতেই সন্দেহজনক হাম-এ আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

আরাফাত বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় টিকাকরণের হার ৯০ শতাংশের বেশি ছিল, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যেও প্রতিফলিত। কিন্তু ২০২৫ সালে তা নেমে আসে ৫৯.৬ শতাংশে, যা বড় ধরনের পতন এবং স্বাস্থ্যনীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

তিনি আরও বলেন, ''শিশুদের মতো সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য জীবনরক্ষাকারী টিকা সরবরাহে ব্যর্থতা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল। টিকাকরণ কমে গেলে প্রতিরোধযোগ্য রোগের ঝুঁকি ও শিশুমৃত্যুর হার বাড়ে, যা শুধু নীতিগত ব্যর্থতা নয়, গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতা।''

আওয়ামী লীগ নেতা অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের শাসনকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, ''ইউনুস প্রশাসন কেবল আওয়ামী লীগকে দমন করতেই ব্যস্ত ছিল, আর বর্তমান কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধানের বদলে দোষারোপের রাজনীতিতে ব্যস্ত।''

পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রভাব পড়তে পারে বলে সতর্ক করে আরাফাত বলেন, এতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে নেতিবাচক শ্রেণিবিভাগ হতে পারে, যা শিক্ষা, শ্রমবাজার এবং অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে।

শেষে তিনি বলেন, ''দেশকে বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনুস প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হবে।'

মোহসিনা কিদওয়াইয়ের প্রয়াণে শোকাহত কংগ্রেস 'দেশজুড়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করেছেন'রাহুল, খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ মোহসিনা কিদওয়াই-এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁরা বলেন, তাঁর সরলতা, সৌম্য ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবন দেশজুড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নারীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এক্স-এ পোস্ট করে রাহুল গান্ধী বলেন, ''মোহসিনা কিদওয়াইজির প্রয়াণের খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি কংগ্রেসের এক প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান নেতা ছিলেন, যার পুরো জীবন জনসেবার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর সরলতা, সৌন্দর্য ও মর্যাদাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবন দেশের অসংখ্য নারীকে অনুপ্রাণিত করেছে।'' শোকের এই মুহূর্তে তিনি তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অন্যদিকে, মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ''মোহসিনা কিদওয়াইজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি কংগ্রেসের একজন স্তম্ভস্বরূপ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, যিনি ছয় দশকেরও বেশি সময় দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।'' তিনি আরও জানান, লোকসভা ও রাজ্যসভাউভয় কক্ষেই দীর্ঘদিন সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে কঠিন সময়ে দলকে পথ দেখিয়েছেন।

খাড়গে বলেন, ''তাঁর প্রয়াণ কংগ্রেস এবং দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।''

১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে জন্মগ্রহণ করেন মোহসিনা কিদওয়াই। রাজ্য রাজনীতি দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হলেও পরে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উত্তরপ্রদেশের মীরাট কেন্দ্র থেকে একাধিকবার লোকসভায় নির্বাচিত হন তিনি।

পরবর্তীতে ২০০৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ছত্তীসগঢ় থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং জাতীয় স্তরে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কংগ্রেসের অন্যতম সম্মানিত নেতা হিসেবে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি-এর সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আত্মজীবনী ''ভারতীয় রাজনীতিতে আমার জীবন'-এ দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি খলিল আর. কিদওয়াইয়ের সহধর্মিণী ছিলেন এবং তাঁর তিন কন্যা রয়েছে।

রাহুলের 'বহুজন' মন্তব্যে কংগ্রেসকে 'দলিত বিরোধী' বলল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি বুধবার কংগ্রেসকে 'দলিত বিরোধী' আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ শানাল, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র 'বহুজন' অংশীদারিত্ব নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে ।এর আগে সংসদে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, বড় সরকারি চুক্তি থেকে বহুজন উদ্যোক্তাদের 'প্রণালীগতভাবে বঞ্চিত' করা হচ্ছে। গত বছরে প্রায় ১৬,৫০০ কোটি টাকার পাবলিক ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট কীভাবে বণ্টন হয়েছে, তার মধ্যে দলিত, আদিবাসী ও ওবিসি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি কতটা অংশ পেয়েছেসেই তথ্য জানতে চান তিনি।

এই মন্তব্যের জবাবে বিজেপি নেতারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দলিত সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করার অভিযোগ তোলেন এবং বর্তমান সরকারের নীতির সমালোচনা খারিজ করেন।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সি আর কেশবান আইএএনএস-কে বলেন, ''জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধী পর্যন্তকংগ্রেস দল বারবার দলিত সমাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজেও একাধিকবার হতাশা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি দলীয় সভাপতি হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 'হাই কমান্ড'-এর হাতে।''

তিনি আরও দাবি করেন, ''কংগ্রেসের প্রথম পরিবার দলীয় সভাপতির পদকে কার্যত 'রাবার স্ট্যাম্প'-এ পরিণত করেছে, যা এখন মল্লিকার্জুন খাড়গে ধারণ করছেন।''

কেশবান বলেন, ''প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় খাড়গেকে যেভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, তা কেউ ভুলতে পারেনি। এমনকি ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর-কেও ভারত রত্ন দেওয়া হয়নি কংগ্রেস আমলে।''অন্যদিকে, বিহারের মন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল-ও রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ''রাহুল গান্ধীর উচিত তাঁর পূর্বসূরি জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী-দের প্রশ্ন করাকেন তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির প্রতি এমন অবিচার করেছিলেন।''

মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে ভারতের কূটনীতিতে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও ইরানকে ঘিরে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ঘোষিত দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ দাবি করেছেন, এই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের ভূমিকা ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করেছে ।এক্স-এ পোস্ট করে রমেশ বলেন, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল একদিকে এবং ইরান অন্যদিকেএই সংঘাতে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিকে বিশ্ব সতর্কতার সঙ্গে স্বাগত জানাবে।'' তিনি উল্লেখ করেন, এই সংঘাতের সূত্রপাত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের উপর টার্গেটেড হামলার পর।

ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র ইজরায়েল সফরের পরপরই এই উত্তেজনা শুরু হয়, যা ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি গাজায় ইজরায়েলের ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব ছিলেন বলেও অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস নেতা।

রমেশ আরও বলেন, যুদ্ধবিরতি প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভূমিকা ''মোদি সরকারের ব্যক্তিনির্ভর কূটনীতির জন্য বড় ধাক্কা।'' তাঁর মতে, জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিচ্ছিন্ন করার যে নীতি, তা বর্তমান সরকারের আমলে সফল হয়নি ।তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, মুম্বই সন্ত্রাসবাদী হামলার পর আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে ইউপিএ সরকার বেশি সফল হয়েছিল।

এছাড়াও, ২০২৫ সালের মে মাসে ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর' হঠাৎ বন্ধ হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রমেশ। তিনি বলেন, কেন এই অভিযান হঠাৎ থামানো হল, সে বিষয়ে সরকার এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি।

উল্লেখ্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার দাবি করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্থাপনে তাঁর ভূমিকা ছিল। যদিও নয়াদিল্লি বরাবরই জানিয়েছে, এই প্রক্রিয়ায় কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না এবং ইসলামাবাদই সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেছিল।

১১ বছরে পিএম মুদ্রা যোজনার সাফল্য তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী, যুবদের স্বনিযুক্তিতে জোর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): নরেন্দ্র মোদি বুধবার প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা-র ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে বলেন, এই প্রকল্প দেশের যুবকদের মধ্যে স্বনিযুক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এক্স -এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী জানান, ''ঠিক ১১ বছর আগে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা যুবকদের স্বনিযুক্তি গড়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রকল্পের সাফল্য দেখায়, সঠিক সুযোগ পেলে একজন ব্যক্তি শুধু আত্মনির্ভরই হন না, দেশের অগ্রগতিতেও অবদান রাখতে পারেন।''

২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল চালু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদান। নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।

এই প্রকল্পে উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিষেবা এবং কৃষি-সহযোগী ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঋণ পেতে পারেন। ঋণ চারটি ভাগে বিভক্তশিশু (৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত), কিশোর (৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা), তরুণ (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা) এবং 'তরুণ প্লাস' (১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা)।

সরকারের দাবি, এই প্রকল্প ছোট ব্যবসা, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে জামানত ছাড়াই সহজে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে চালু হওয়া 'তরুণ প্লাস' বিভাগ সফল ঋণগ্রহীতাদের জন্য অতিরিক্ত প্রণোদনা হিসেবে কাজ করছে, যেখানে আগের ঋণ সঠিকভাবে শোধ করা উদ্যোক্তারা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন।

এছাড়া ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং দ্রুত বিতরণের জন্য সরকার 'জনসমর্থ পোর্টাল'-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে, যার মাধ্যমে একাধিক ঋণ-সংক্রান্ত প্রকল্পে সহজেই আবেদন করা যায়।

বঙ্গের বিশেষ সংশোধনে ভোটার সংখ্যা কমল প্রথমবার, ২০১১-র পর ভাঙল ঊর্ধ্বমুখী ধারার ধারা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিত চূড়ান্ত পরিসংখ্যানে দেখা গেল, ২০১১ সালের পর এই প্রথমবার রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা কমল। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক বৃদ্ধির পর এই পতন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫.৬২ কোটি। ওই বছরই ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়।

এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তা বেড়ে হয় প্রায় ৬.২৭ কোটি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তা দাঁড়ায় ৬.৫৮ কোটিতে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা হয় ৬.৯৮ কোটি, যা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৩৩ কোটি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই সংখ্যা পৌঁছায় প্রায় ৭.৬০ কোটিতে।

তবে চলতি বছরের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া, যা গত নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে এই মাসে শেষ হয়েছে, তার পর ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬.৭৫ কোটিতে।

নির্বাচনী বিশ্লেষকদের মতে, এতদিন নতুন ও প্রথমবারের ভোটার যুক্ত হলেও মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ এবং নকল ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। এবার ছজ্জট্ট প্রক্রিয়ায় বড় আকারে এই ধরনের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলেই মোট সংখ্যায় এই উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে।

এক শহরভিত্তিক নির্বাচনী বিশ্লেষক বলেন, ''এইবার মৃত, স্থানান্তরিত, নিখোঁজ, ডুপ্লিকেট এবং ভুয়ো ভোটারদের ব্যাপক হারে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই ভোটার তালিকায় এমন বড় পতন দেখা যাচ্ছে।''

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্যে দুই দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বি.পি.এল রেশন কার্ড থাকলেও মিলছে না আবাস যোজনার ঘর, ভাঙা বাড়িতেই দিন কাটছে জনজাতি দম্পতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৮ এপ্রিল: বি.পি.এল রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও এখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিশ্রামগঞ্জের এক অসহায় জনজাতি দম্পতি। জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা। দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসীরাও।ঘটনাটি বিশ্রামগঞ্জের লালটিলা সমতল আমতলী এলাকার। এখানকার বাসিন্দা কামিনী দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী কঞ্জা রানী দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় একটি পাকা ঘরের জন্য আবেদন জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বহুবার আবেদন করেও এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি ঘর পাননি বলে অভিযোগ তাঁদের। বর্তমানে তারা যে বাড়িতে বসবাস করছেন, সেটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। টিনের ছাউনিতে অসংখ্য ফুটো, ফলে বৃষ্টি হলেই ঘরের ভেতরে জল পড়ে। এতে ঘরের বিছানা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ঝড়-বৃষ্টি বা তুফানের সময় নিরাপত্তার কারণে তাদের ঘর ছেড়ে বাইরে আশ্রয় নিতে হয়। দম্পতির আশঙ্কা, যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে তাদের এই বসতঘর।অসহায় এই দম্পতির প্রশ্ন, বি.পি.এল রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও কেন তারা আবাস যোজনার ঘর পাচ্ছেন না, তা তাঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে দ্রুত একটি স্থায়ী বাসস্থানের দাবি জানিয়েছেন। এলাকাবাসীরাও এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত প্রাপকদের যেন দ্রুত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

১০ এপ্রিল বিলোনীয়ায় বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ এপ্রিল: বিলোনীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১০ এপ্রিল বিলোনীয়া পুরাতন টাউনহলে অনুষ্ঠিত হবে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় থেকে নিজেকে এবং অপরকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ। গতকাল মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই বিষয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহঃ সাজাদ পি. এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক স্বরূপ কুমার পাল, অগ্নি ও জরুরী পরিষেবা বিষয়ক দপ্তর, আরক্ষা দপ্তর, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, স্বাস্থ্য দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সহ মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আধিকারিক, কর্মীগণ, জেলাশাসক কার্যালয়ের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স এবং আপদা মিত্র কর্মীরা। এদিন কর্মশালার পাশাপাশি পুরোনো টাউনহলে অনুষ্ঠিত হবে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। এই কর্মশালা ও রক্তদান শিবিরকে সফল করে তুলতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক।

লরি ও ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালকরা

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: খোয়াই জাতীয় সড়কের লালটিলা এলাকায় আবারও এক সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার এই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান দুই গাড়ির চালক।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, টিআর০৫এইচ১৫৭৭ নম্বরের একটি গাড়ি আগরতলা থেকে খোয়াইয়ের দিকে আসছিল। অপরদিকে, কমলপুর দিক থেকে আসা এনএল০১কে১৩২১ নম্বরের একটি মালবাহী লরি লালটিলা সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে দুই গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

সংঘর্ষের ফলে উভয় গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বক্সনগরে আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ এপ্রিল: প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার, ভরণপোষণ এবং সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বক্সনগর আরডি ব্লকের আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বক্সনগর ব্লকের কনফারেন্স হলে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০৭ সালের 'পিতা-মাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন'-এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রবীণদের অবগত করা এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। অনুষ্ঠানে বক্সনগর ব্লকের অধীন তিনটি এডিসি ভিলেজ এবং ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বহু প্রবীণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও প্রবাল বর্মন, বক্সনগর ব্লক আধিকারিক সঞ্জীব কুমার পাল এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে আইসিডিএস-এর মোহাম্মদ রিয়াজ।

সিডিপিও প্রবাল বর্মন তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে তাঁদের একটি সম্মানজনক জীবনযাপন নিশ্চিত করা। তিনি প্রবীণদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং বিভিন্ন সরকারি সুবিধা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি আরও জানান, 'পিতা-মাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭' অনুযায়ী সন্তান ও নাতি-নাতনিরা প্রবীণদের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। ত্রিপুরায় ২০০৮ সালে এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়।

রিসোর্স পার্সন মোহাম্মদ রিয়াজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং বিনোদনএই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদেরই। যদি কোনো প্রবীণ নাগরিক তাঁর সম্পত্তি আত্মীয়দের নামে হস্তান্তর করেন, তবে সেই আত্মীয়দের তাঁর দেখভাল ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যথায়, আইন অনুযায়ী সেই হস্তান্তর বাতিল করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়াও তিনি জানান, প্রবীণদের বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এবং তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আইনগত বাধ্যবাধকতা।

অনুষ্ঠানে প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের আওতায় যোগ্য প্রবীণদের প্রতি মাসে ২০০০ টাকা পেনশন প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০ থেকে ৭৯ বছর বয়সীদের নির্দিষ্ট হারে ভাতা এবং ৮০ বছরের ঊর্ধ্বে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থার কথাও তুলে ধরা হয়।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছেছে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

এডিসি নির্বাচনের জেরে এক সপ্তাহ পিছোতে পারে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ফল, শুরু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। তবে চলতি বছরে ফল প্রকাশ নির্ধারিত সময়ের তুলনায় প্রায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পর্ষদের সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী।

আজ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে তিনি জানান, এডিসি নির্বাচনের কারণে এই বিলম্ব হতে পারে। নির্বাচনী কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যস্ততার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়াতেও কিছুটা প্রভাব পড়ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি আরও জানান, গত ৬ এপ্রিল থেকে মোট ছয়টি বিদ্যালয়ে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চারটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন চলছে বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়, কামিনী কুমার উচ্চতর বিদ্যালয় এবং বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে।

অন্যদিকে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এবং বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। এ বছর প্রায় ২২০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্বে রয়েছেন। পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করে আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফল প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

এডিসি নির্বাচন: তেলিয়ামুড়ায় জোরকদমে বিজেপির প্রচার, গণতান্ত্রিক পরিবেশে জোর বিল্লু জমাতিয়ার

তেলিয়ামুড়া, ৮ এপ্রিল: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক প্রচার ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। এরই মধ্যে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া জনসংযোগ কর্মসূচিতে জোর দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বুধবার দক্ষিণ মহারানী এলাকায় সকাল থেকেই বিজেপির ডোর-টু-ডোর প্রচারে সরগরম হয়ে ওঠে জনপদ। প্রার্থীকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন বিল্লু জমাতিয়া। প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নিজের পক্ষে সমর্থন চেয়ে নেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন তিনি। প্রচারের ফাঁকেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিল্লু জমাতিয়া বলেন, "গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি বজায় রেখে সাংবিধানিক নিয়ম মেনেই নির্বাচন হওয়া জরুরি। অশান্তি বা উশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা কোনওভাবেই কাম্য নয়।" তাঁর এই বক্তব্যে নির্বাচনী পরিবেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বার্তাই উঠে আসে।

এদিনের প্রচারে যুব সমাজের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। নবীন ও প্রবীণ ভোটারদের একাংশ বিজেপি প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এক সাক্ষাৎকারে বিল্লু জমাতিয়া দাবি করেন, "বিজেপির জয় মানেই যুব সমাজের জয়।" যুবকদের জন্য নতুন দিশা তৈরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোই দলের অন্যতম লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাচনে জয়ী হলে সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করার আশ্বাস দেন বিজেপি প্রার্থী। সব মিলিয়ে তেলিয়ামুড়ার এই প্রচারপর্বে একদিকে যেমন রাজনৈতিক তৎপরতা তীব্র হচ্ছে, তেমনই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মমাফিক ভোটগ্রহণের বার্তাও গুরুত্ব পাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে জানা গেছে, ১১ নং তেলিয়ামুড়া-মহারাণীপুর কেন্দ্রে প্রথম দিন ৩০ জন এবং দ্বিতীয় দিন আরও ৩৪ জন ভোট দিয়েছেন।

এদিক, লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত ছৈলেংটা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে গতকাল এবং আজ এডিসি নির্বাচনে ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোট গ্রহণ কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং অন্যান্যদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৫-ছামনু (এসটি) কেন্দ্রে ২৭০জন, ৬-মনু ছৈলেংটা কেন্দ্রে ৪৩৩জন এবং ৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) কেন্দ্রে ১২০জন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসকের অফিস থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের কাজ আজ সম্পন্ন হয়েছে। শান্তিরবাজার বিদ্যাজ্যোতি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে গতকাল এবং আজ মিলে মোট ৬৫৩ জন ভোটকর্মী পোস্টাল ব্যালটে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসী (এসটি) কেন্দ্রের ভোটকর্মীগণ পোস্টাল ব্যালটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নবব্রত দত্ত এই সংবাদ জানান।

অর্থের শক্তিতে এডিসি দখলের চেষ্টা ঃ প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

হবে। ভোটকে সামনে রেখে কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সকলকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি। কারণ, ১৭ এপ্রিল এডিসিতে পুনরায় ক্ষমতা দখল করবে মথা।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আশাবাদী সুরে প্রদ্যোত দাবি করেন, প্রায় ২৩ থেকে ২৪টি আসনে তিপরা মথা জয়ী হবে বলে তাঁর অনুমান। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও হিংসা থেকে দূরে থাকতে হবে। এই লড়াই শুধু রাজনীতির জন্য নয়, আমাদের সন্তানের অধিকার ও ভবিষ্যতের জন্য জোর দিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।

মনোনয়ন জমা দিলেন মমতা

● প্রথম পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ বক্সি-সহ দলের অন্যান্য নেতারা।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার পুরো জীবনটাই ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে। ছোটবেলা থেকে এখানে আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। ভবানীপুরের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

মিছিল চলাকালীন বিপুল ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ রাস্তার একাংশ ব্যারিকেড করে দেয়। হাজার হাজার সমর্থকের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

এবার ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, যিনি একই সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকেও প্রার্থী। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে অল্প ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে ভবানীপুর উপনির্বাচনে জিতে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন মমতা।

১৪ দিনের যুদ্ধবিরতির

● প্রথম পাতার পর

চলছে এবং পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। তিনি বলেন, এই দুই সপ্তাহের সময়ে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ও ইরানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকার ১৫ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার অনুরোধ এবং ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আরাঘচি স্পষ্ট করেন, "ইরানের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধ হলে আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীও প্রতিরক্ষামূলক অভিযান বন্ধ করবে।" তিনি আরও জানান, এই সিদ্ধান্ত ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অবস্থান অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনিও ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত সামরিক হামলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখবেন। তিনি বলেন, "ইরান যদি সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদভাবে হরমুজ প্রণালী খুলে দিতে সম্মত হয়, তবে আমিও দুই সপ্তাহের জন্য হামলা স্থগিত রাখতে রাজি।"

ট্রাম্প এই পদক্ষেপকে "দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি" হিসেবে উল্লেখ করে দাবি করেন, মার্কিন সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই তাদের অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি চুক্তির দিকে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে।

তিনি আরও জানান, ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবকে "আলোচনার জন্য কার্যকর ভিত্তি" হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং অতীতের বেশিরভাগ মতভেদ মিটে গেছে। তাঁর মতে, এই দুই সপ্তাহের সময়সীমা চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেবে।

এই ঘোষণা উপসাগরীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য বড় সংঘাতের আশঙ্কা সাময়িকভাবে কমিয়ে আনল বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্নীতিতে জর্জরিত এডিসি

● প্রথম পাতার পর

আসন্ন নির্বাচনে ২ নং মাছমারা সাধারণ আসনে কংগ্রেস প্রার্থী অর্জুন রায়কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে।" তিনি সকল ভোটারের কাছে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান।

এদিনের জনসভায় কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ ও জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সত্যবান দাস, সাধারণ সম্পাদক তরুণ সাহা, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সমীরণ দাস, ঊনকোটি জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ফুলকুমারী গোস্বামী, জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রিন্টুলাল দেব, সুভাষ দাস, মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সাগরিকা চাকমা ও ভারতী শর্মা, পাবিয়াছড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অসিত দেব এবং সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

জনসভায় বিপুল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচনে ইতিবাচক ফলের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এখন দেখার বিষয়, আসন্ন নির্বাচনে মাছমারা আসনের ভোটাররা কাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন।

উড়িষ্যায় রেলে কাটা পড়ে

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দারা ভেঙে পড়েন। রমজানের বাবা সোনা মিয়া, যিনি একজন দিনমজুর, জানান তার পাঁচ পুত্র সন্তানের মধ্যে রমজান ছিল সবচেয়ে ছোট। সংসারের হাল ধরতে বাবার সঙ্গে সেও কাজে যোগ দিয়েছিল। ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে হতবাক হয়ে পড়েছেন সোনা মিয়া। তিনি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন দ্রুত তার ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

মনু নদীতে নবনির্মিত সেতু

● প্রথম পাতার পর

উপর নির্মিত সেতু ভেঙে যাওয়ার যে সংবাদ আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রভাতী দৈনিক এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সে সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে একথা বলেন।

সচিব কিরণ গিত্যে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানান, নির্মীয়মান এই সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ১৪০ মিটার। এতে মোট ৪টি স্প্যান থাকবে। গত তিন বছর ধরে এই সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। ৪টি স্প্যানের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩টি স্প্যানের নির্মাণ (প্রত্যেকটি ৩৫ মিটার করে) কাজ শেষ। মাঝের একটি স্প্যান নির্মাণের কাজ বাকি। এরই প্রাথমিক পর্যায়ের সাটারিং ও সেন্টারিং সংশ্লিষ্ট কনস্ট্রাকশন এজেন্সির পক্ষ থেকে গত কিছুদিন পূর্বে শেষ করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, এই স্প্যান নির্মাণের কাজ আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ এলাকায় কয়েকবার কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়। ফলে নদীতে জলস্রোত বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং স্প্যান নির্মাণের সাটারিং ও সেন্টারিং ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পরবর্তীতে ভেঙে পড়ে। এই ভেঙে যাওয়া সাটারিং ও সেন্টারিং-এর ছবিই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আজ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সংবাদে প্রকাশিত ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য। পূর্ত দপ্তরের সচিব আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন রাস্তায় এবং রেল ট্র্যাকের উপর প্রায় ৫০টির বেশী ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাই এই ধরণের সংবাদ রাজ্যের জনগণের মনের মধ্যে যাতে ভীতির সঞ্চার না করে তার জন্য তিনি সকলের প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আহ্বান রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের (সড়ক ও সেতু)-এর চিফ ইঞ্জিনীয়ার রাজীব মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

টিএমপি মানে মারপিট পার্টি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আর বিজেপির সরকার গঠন হলে সকল প্রকার কেলেংকারীর হিসাব নেওয়া হবে।

এই জনসভায় জনজাতি মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সিপাহীজলা জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১২ এপ্রিল বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহবান জানান মুখ্যমন্ত্রী। জনসভা শেষে ১৯৯ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এডিসিকে লুটপাটকারীদের

● প্রথম পাতার পর

আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ২৪-রাইমাভ্যালি এবং ৮-গঙ্গানগর -গন্ডাছড়া আসনে সিপিআইএম দলের মনোনীত দুই প্রার্থী যথাক্রমে সুমতিরঞ্জন চাকমা এবং ধঞ্চমনি রিয়াং -এর সমর্থনে গ্রাম এবং পাহাড়ে প্রচারে সিপিআইএম অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে বলে খবর।উক্ত দুই প্রার্থীর সমর্থনে মহকুমার সিপিআইএম বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে গন্ডাছড়ায় আসেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। যদিও সিপিআইএম দলের রাজ্য নেতৃত্ব মানিক সরকার মঙ্গলবারই গন্ডাছড়ায় পৌঁছান।

জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ডাকবাংলোতে দফায় দফায় দলীয় সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বুধবার সিপিআইএম গন্ডাছড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে ৮-গঙ্গানগর -গন্ডাছড়া এবং ২৪-রাইমাভ্যালি আসনের দলীয় প্রার্থী ধঞ্চমনি রিয়াং এবং সুমতিরঞ্জন চাকমার সমর্থনে গন্ডাছড়া সদরের উত্তর বাজারে অনুষ্ঠিত হয় জনসভা।উপস্থিত ছিলেন দলীয় দুই প্রার্থী সহ প্রাক্তন বিধায়ক ললিতমোহন ত্রিপুরা, প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য অঞ্জন দাস, নারী নেত্রী অর্চনা দাস, দশরানী ত্রিপুরা এবং বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা।

উক্ত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ওইদিন বেলা এগারোটায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জাতিজনজাতি কর্মী সমর্থকদের একটি র‍্যালী দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জনসভাস্থলে এসে জমায়েত হয়। উক্ত জনসভায় দুই প্রার্থী সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বক্তার ভাষণ দিতে গিয়ে প্রত্যেক ভোটারকে আগামী ১২ই এপ্রিল জোটবদ্ধ ভাবে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে পবিত্র ভোটদান করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান রাখেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তার ভাষনে বলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা ঘরের মোয়া ছিল না। এডিসি গঠন করার মূল কারিগর ছিল রাজ্যের উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের উপজাতি অংশের লোকজনদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন, নিজেদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায় করা।

এডিসির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাবতীয় ইতিহাস তুলে ধরেন মানিক সরকার। তিনি বলেন রাজ্যের আট বছরের শাসন ক্ষমতায় বিজেপি, এডিসির পাঁচ বছরের শাসন ক্ষমতায় তিপ্রামোথা দল। দুইটি দলকেই লুটেরা বাহিনীর দল বলে আখ্যায়িত করেন নেতৃত্ব মানিক সরকার। মানিক সরকার আরো বলেন ওই লুটেরা বাহিনীর হাতে আজ এডিসি ধ্বংস প্রায়। ওই ধ্বংসকারীদের হাত থেকে এডিসিকে রক্ষা করতে হবে। সেই দায়িত্ব আপনাদের। গন্ডাছড়া মহকুমার দুই আসনের দলীয় দুই প্রার্থী সুমতিরঞ্জন চাকমা এবং ধঞ্চমনি রিয়াংকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ভাঙল সেতু, পরিদর্শনে

● প্রথম পাতার পর

দেখার পর তিনি নির্মাণকাজের মান নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে। মাঝপথে দীর্ঘ সময় কাজ বন্ধ থাকার পর পুনরায় টেন্ডার ডেকে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে কলকাতার একটি সংস্থা পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ কোটিরও বেশি।

পরিদর্শন শেষে এক সাক্ষাৎকারে সুদীপ রায় বর্মন রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, একাধিক ক্ষেত্রে অনিয়ম ও 'নেক্সাস' তৈরি হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও তিনি কটাক্ষ করেন। এদিকে, সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি, নতুন করে সেতু নির্মাণে গুণগত মান নিশ্চিত করারও দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

নিখোঁজ নাবালকের দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নিখোঁজ হয়ে যায় বিল্লাল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোনো সন্ধান না মেলায় ৭ এপ্রিল চুরাইবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করে পরিবার। এরপর বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি দুর্গম এলাকার জলাশয়ে বিল্লালের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন এবং বিষয়টি পুলিশকে জানান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিবারের অভিযোগ, বিশেষভাবে সক্ষম ওই নাবালকের পক্ষে এত দুর্গম এলাকায় একা পৌঁছানো সম্ভব নয়। এছাড়াও তার নাক-মুখে আঘাতের চিহ্ন এবং রক্তক্ষরণের উপস্থিতি দেখে তারা সন্দেহ করছেন, তাকে খুন করে দেহটি জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তুলেছেন তারা। ঘটনায় সমগ্র এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বিলোনিয়ায় জলের

● প্রথম পাতার পর

না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, "জল চাই, স্থায়ী সমাধান চাইসমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।"

এই অবরোধের জেরে সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে ওই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক। তাঁর গাড়িও অবরোধে আটকে পড়ে। পরে তিনি গাড়ি থেকে নেমে নিজেই বিক্ষোভরত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা শাসক দ্রুত জলসম্পদ দফতরকে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ব্লকের বিডিও, জলসম্পদ দফতরের আধিকারিক, পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পরে উপস্থিত হন ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

যদিও অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তিনি সরাসরি বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলেননি। স্থানীয়দের দাবি, "জলের সমস্যা নিয়ে বারবার জানানো হলেও প্রধান কোনো পদক্ষেপ নেননি।"

অবশেষে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে জলসম্পদ দফতরের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যেই স্থায়ীভাবে জল সমস্যার সমাধান করা হবে। পাশাপাশি আপাতত প্রতিদিন জলবাহী গাড়ির মাধ্যমে এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে।

এই আশ্বাসের পরই অবরোধ তুলে নেন প্রমিলা বাহিনীর সদস্যরা এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 09-04-2026, 01:27

অঙ্গন

PNIT No.: 01/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 7th April, 2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e- procurement portal:

NIT No:	01/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Name of work :	Mtc. of Govt. residential building during the year 2025-26/ SH: Repairing /Maintenance of building portion(in and out) including wood work, painting, roof grading, water supply, sanitary installations and other allied works at different type quarters in the premises of 79 tilla Govt. qtr. complex and Bhallukiya Tilla Govt. qtr. Complex, Agartala. / Hiring of Vehicle I(one) Maruti (OMNI/EECO) Van not before manufacturing year-2018, in good working condition, with commercial registration of the vehicle along with 1(one) driver for the use of Assistant Engineer, Central-I Sub- Division, PWD(Building), Kunjaban, Agartala during the year 2026-27.
Estimated Cost :	Rs. 2,43,750.00
Time of Completion :	300 Days
Earnest Money :	Rs. 4,875.00
Last time and date of submission of Bid :	16/04/2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

ICA/C-37/26

Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited for Hiring of One (01) no. of Mahindra Bolero vehicle viz., NIQ No: 4(22)/DSTE/DBT/23/P-IV/ 912; Dated: 07/04/2026 for the office of the undersigned. For detail of the quotation please see the website of Directorate of Biotechnology, Tripura. www.dbt.tripura.gov.in

(A.Sengupta)
Joint Director
Directorate of Biotechnology
Govt. of Tripura

ICA/C-42/26

টি-টোয়েন্টি শুরুতেই চমক চলমানকে হারালো হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। প্রথম ম্যাচে দারুণ চমক। হার্ভে হারিয়েছে চলমান সংঘ কে। তাও তিন উইকেট এর ব্যবধানে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসর। তিন উইকেটে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে হার্ভে ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে চন্দন রায় সর্বাধিক ২৮ রান পায়। এছাড়া সায়ন দাসের ২৫ ও সায়ন্তন দেববর্মার ২৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। হার্ভের বোলার অধিনায়ক শাহিল সুলতান ২১ রানে এবং আকাশ যাদব ২৯ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওপেনার সন্দীপ সরোজের ৪২ রান, অর্ক প্রভ সিনহার ৩৬ রান এবং শুভম ঘোষের অপরাজিত ৩৪ রানকে পুঁজি করে ১৮ ওভার ১ বল খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে হার্ভে ক্লাব জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। চলমান সংঘের অজিত বার্মা সাত রানে, দেবোত্তম ঘোষ বাইশ রানে এবং কৃষ্ণধন নমঃ ৩০ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। হার্ভে জয়ী হয়েছে তিন উইকেট এর ব্যবধানে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে শুভম ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

টি-টোয়েন্টি শুরুতেই রেকর্ড রান ফ্রেন্ডসকে হারালো শতদল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। দারুন জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে সুপার ডিভিশন জয়ী শতদল সংঘ। হারিয়েছে ২০৭ রানের বিশাল ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে। টি-২০ আসরে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে শতদল সংঘের ৩২২ রান সংগ্রহ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বেলা একটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলা শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অরিন্দম বর্মনের অপরাজিত ৯৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। অরিন্দম ২৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ১১ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৯৬ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ঔংকার যাদব ৬৮ রান পায় ২৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। দীপজয় দেবের ৫১ রানও উল্লেখ করার মতো, ২৪ বল খেলে চারটি করে বাউন্ডারি ও আবার বাউন্ডারি মেরে। ওপেনার অধিনায়ক ভিকি সাহা ১৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৮ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নামলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ওপেনার চন্দ্রেশ ছাড়া অন্যরা তেমন ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারেনি তবে অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক মোঃ আলবাহাহার ৩৭ বল খেলে ৪৩ রান সংগ্রহ করে কিছুটা সঙ্গ দিয়েছে আল বাহারে ৪৩ রানে দুটি বাউন্ডারি ছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে চন্দ্রেশ সর্বাধিক ৫৭ রান পেয়েছিল। শতদল সংঘের চিরঞ্জিত পাল নিরঙ্কর শর্মা ও অর্জুন দেবনাথ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। মারকুটে ব্যাটিং এর সৌজন্যে অরিন্দম বর্মন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিলোনিয়া আন্ত স্কুল টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবার শুরু হতে চলেছে আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ১২ টি দলকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে সোনাপুর, দক্ষিণ সোনাইছড়ি ও রাঙ্গামুড়া। বি গ্রুপে আইসি নগর, এসবিসি নগর ও আর্য্য কলোনি। সি গ্রুপে বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম, দক্ষিণ মির্জাপুর হাই স্কুল ও ঋষ্যমুখ হাই স্কুল। অপরদিকে ডি গ্রুপে রয়েছে বিকেআই, বিদ্যাপীঠ ও আমজাদ নগর হাই স্কুল। টুর্নামেন্টের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। আগামী ৯ এপ্রিল টুর্নামেন্টের প্রথম দিন প্রথম ম্যাচে অংশ নেবে আই সি নগর ও এস বি সি নগর। দ্বিতীয় ম্যাচে লর্ডে সোনাপুর ও রাঙ্গামুড়া। প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষ হবে ১২ ই এপ্রিল। চারটি গ্রুপের সেরা চারটি দলকে নিয়ে আগামী ১৮ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে সুপার লিগ। এমনটাই জানালেন বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব পার্থ চৌধুরী।

শংকর পালের পারফরম্যান্সে কসমোপলিটনের মৌচাক জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। অন্তিম ওভারে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে কসমোলিটন ক্লাব। দুরন্ত এই জয় দিয়েই লীগ সূচনা করেছে এবারকার সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দল কসমোপলিটন। টিসিএ আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রবি শংকর মুরাসিং দলের পক্ষে সর্বাধিক ৩৬ রান পায় ২১ টি বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। কসমোপলিটনের রিয়াদ হোসেন ১৩ রান দিয়ে তিনটি এবং শংকর পাল ২০ রানে একটি উইকেট পান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন কষ্টার্জিত এবং রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে নির্ধারিত ১ ওভার শেষ হওয়ার তিন বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শংকর পাল দুর্দান্ত ৪৭ রান সংগ্রহ করে ৪৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি মেরে এছাড়া। রিয়াজউদ্দিনের অপরাজিত ৩৬ রান এবং সম্রাট সূত্রধরের ২৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বলে বেটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে অধিনায়ক শংকর পাল পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের শিরোপা।

সহজ জয় সোনাপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত দুটি অনুযায়ী বুধবার পঞ্চম ম্যাচে মুখোমুখি হয় সোনাপুর ও রাধানগর। উত্তর বিলোনিয়া গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোনাপুর ৭০ রানে পরাজিত করে রাধানগরকে। সকালে সোনাপুর টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাতজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১০২ রান। দলের ওপেনিং জুটির দুই ব্যাটসম্যান পূজা সরকারের ১৭ রান ও জোৎস্না ভৌমিকের ২৭ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে সোনাপুর। প্রতিপক্ষ দল রাধানগরের টিনা বিশ্বাস ১১ রান দিয়ে একাই তুলে নেয় তিনটি উইকেট। জবাবে জয়ের জন্য ১০৩ রানের টার্গেট নিয়ে রাধাপুর ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩২ রান তুলতে সক্ষম হয়। সোনাপুরের বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে রাধানগরের কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই ব্যাট হাতে নিয়ে বেশি সময় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। ফলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ব্যাটিং লড়াই।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে দীপা বিশ্বাস তিনটি এবং দুটি করে উইকেট পেল সাথী সাহা ও লক্ষী পাল।

টি-২০ ক্রিকেট বিসিসি-কে হারিয়ে জয় দিয়ে শুরু ওল্ড প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা ওল্ড প্লে সেন্টারের। হারিয়েছে সাত উইকেটের ব্যবধানে, প্রতিপক্ষ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সকাল সাড়ে আটটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। সীমিত কুড়ি ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তনয় মন্ডলের ৩৪ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর একত্রিশ রান উল্লেখযোগ্য। ওপিসি-র রোহন বিশ্বাস ১৬ রানে তিনটি, হর্ষ শর্মা ২৬ রানে দুইটি এবং দীপেন বিশ্বাস ১৮ রানে একটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নবারুণ চক্রবর্তীর দুর্দান্ত অর্ধশতকে ওল্ড প্লে সেন্টার ১৬ ওভার ৪ গোল খেলেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। নবারুন ৪৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে। তবে দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে রোহণ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিক্রমের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জয় দিয়ে শুরু ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। ব্লাড মাউথ ক্লাব দুরন্ত জয় পেয়েছে। ৪ উইকেটের ব্যবধানে সংহতি ক্লাবকে হারিয়ে। সংহতির শুভম দারুন ব্যাটিং করলেও বিক্রম কুমার দাসের মারকুটে ব্যাটিংয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে সংহতি ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভম সূত্রধর ৫০ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে চৌষট্টি রান পায়। এছাড়া অনিরুদ্ধ দাস ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে উনপঞ্চাশ রান সংগ্রহ করে। ব্লাড মাউথের অভিজিৎ চক্রবর্তী ৩৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব একেবারে অন্তিম ওভারে ঠিক চার বল বাকি থাকতে রোমাঞ্চকর ভাবে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার তথা অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাসের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। বিক্রম ৩৯ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া আনন্দ ভৌমিকের ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। সংহতির সুরজিৎ সূত্রধর ২৭ রানে দুইটি এবং কুমার চৌধুরী ,২০ রানে একটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিক্রম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রিঙ্কুকে এত পরে নামাচ্ছ কেন, নাইট নেতা রাহানেকে প্রশ্ন সৌরভের

বাইপাস সংলগ্ন পাঁচতারা হোটেলে একেবারে চাঁদের হাট। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে তো ছিলেন। সঙ্গে বঙ্গ ক্রিকেটের বহু নক্ষত্র। ঋদ্ধিমান সাহা, মনোজ তিওয়ারি, দীপ দাশগুপ্ত, ঝুলন গোস্বামী, উৎপল চট্টোপাধ্যায়রা হোটেলের বল রুমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। খানিকক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে, সহ-অধিনায়ক রিঙ্কু সিং। মিনিট দশেকের মধ্যে ঢুকলেন মহম্মদ শামিও।

মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় ঘণ্টা দু'য়েকের ছিমছাম অনুষ্ঠান। তাতেই ঢাকে কাঠি পড়ে গেল বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের নতুন সংস্করণের। এদিন সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে মঞ্চে ডেকে সংবর্ধিত করা হল। এখানে বলে রাখা ভালো, গত দুই সংস্করণে মোট আটটা টিম ছিল। এবছর নতুন এক টিমের অন্তর্ভুক্তি ঘটল। অর্থাৎ ন'টা টিম নিয়ে এবার টি-টোয়েন্টি লিগ হবে। আগামী ২৭ এপ্রিল টুর্নামেন্টের ড্রাফটিং। সামনের বছর থেকে অবশ্য নিলামের ভাবনা-চিন্তা রয়েছে সিএবি কর্তাদের। আইপিএলে যেমন নিলাম হয়, ঠিক তেমনই সামনের বছর থেকে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগেও নিলাম শুরু হবে। মহম্মদ শামি গতবছর খেলেননি। এবার তাঁরও টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার ইচ্ছে রয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই বঙ্গ ক্রিকেটের তিন নক্ষত্র সৌরভ-ঝুলন-শামির সঙ্গে রাহানে আর রিঙ্কুকে নিয়ে হওয়া টক শো। ঝুলন যেমন বলছিলেন, "মহিলা ক্রিকেট এখন আরও উন্নত হচ্ছে। এমন টুর্নামেন্টের ফলে মহিলা ক্রিকেটের প্রসার ঘটছে। এখানে ক্লাব ক্রিকেটও শুরু হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে এল এবার আইপিএলে কেকেআরের প্রসঙ্গও। যেখানে নাইট ক্যাপ্টেন রাহানের কাছে একটা অনুরোধ করেন সৌরভ। সিএবি প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি চান ব্যাটিং অর্ডারে রিঙ্কু আরও একটু উপরে ব্যাটিং করুক। সৌরভ বলেন, "রিঙ্কু অনেকটা নিচে ব্যাটিং করতে নামছে। রাহানে তোমাকে একটা অনুরোধ করছি। রিঙ্কুকে একটু উপরে ব্যাট করতে নামাও। যাতে ও উইকেটে বেশি সময় কাটাতে পারে।"

ক্যাপ্টেন রাহানে আবার শোনালেন, "কেকেআরের অধিনায়ক হওয়ার অনুভূতি দুর্দান্ত। আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ। আইপিএল জেতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বেশ কয়েক বছর খেলছি। টিমের পরিবেশ দুর্দান্ত। শাহরুখ খান সবার কাছে যেন বড় দাদার মতো। সবাইকে খুব সাপোর্ট করেন। ওঁর জন্য আমাদের সেরাটা দিতে হবে। সমর্থকদের জন্য সেরাটা দিতে হবে। ইডেনে খেলার অনুভূতি একেবারেই আলাদা। এখানকার সমর্থকরা প্রচণ্ড প্যাশনেট। অদ্ভুত একটা আবেগ আছে ওদের মধ্যে। আইপিএল বলে বলছি না। এখানে যখন রনজি খেলতে এসেছি তখনও সেটা উপলব্ধি করেছি। বাংলা-মুম্বই খেলা ছিল। তখনও অনেকে খেলা দেখতে এসেছিল। মাঠে এসে নিজের রাজাকে সমর্থন করেছিল।"

রিঙ্কুর আবার সেই শুরুর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আসলে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কেকেআর। তাঁর জীবনে কেকেআরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বলছিলেন, "ওই পাঁচ ছক্কার পর থেকেই আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায়। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।" ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে বলছিলেন, "এসব টুর্নামেন্ট থেকে অনেক ক্রিকেটার উঠে আসে। কারণ এখানে ভালো খেললে সুযোগ পাওয়া যায় আইপিএলের মতো বড় প্রতিযোগিতায় যাওয়ার।" ইডেন গ্যালারির সমর্থন রিঙ্কু যে ভালোই উপভোগ করেন, তাও জানিয়ে দিলেন।

রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ছে বৈভব ! এবার পন্থ ঈশানকে ছাপিয়ে নতুন নজির ১৫ বছরের ব্যাটারের

জসপ্রীত বুমরাহকে দেখেও ভয় পায়নি বৈভব সূর্যবংশী। উল্টে বুমরাহের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়েছে সে। বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটে লম্বা রেসের ঘোড়া হতে এসেছে বৈভব। আইপিএলে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে বৈভব। এ বার ঋষভ পন্থ, ঈশান কিশনদের ছাপিয়ে গিয়েছে সে।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১৪ বলে ৩৯ রানের ইনিংস খেলেছে বৈভব। পাঁচটি ছক্কা মেরেছে সে। তার মধ্যে দু'টি ছক্কা মেরেছে বুমরাহের এক ওভারে। রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ড্যদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কতটা অবাক তাঁরা।

অর্ধশতরান করতে না পারলেও রেকর্ড গড়েছে বৈভব। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ৩৫টি ছক্কা মেরেছে বৈভব। আইপিএলের ইতিহাসে ২০ বছরের কম বয়সে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়েছে সে। এত দিন এই রেকর্ড ছিল পন্থ ও ঈশানের দখলে। ২০ বছরের কম বয়সে এই দুই ব্যাটার ৩০টি করে ছক্কা মেরেছিলেন। মুম্বই ম্যাচে তাঁদের ছাপিয়ে গিয়েছে বৈভব। আইপিএলের ইতিহাসে আর কোনও ব্যাটার ২০ বছরের কম বয়সে ৩০-এর বেশি ছক্কা মারতে পারেননি।

২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে গুজরাত লায়ন্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ৩০টি ছক্কা মেরেছিলেন ঈশান। ২০১৬-১৭ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে পন্থ মেরেছিলেন ৩০ ছক্কা। তার পরে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। ২০১৩-১৪ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ২২টি ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। ২০১৮-১৯ সালে দিল্লির হয়ে ১৯টি ছক্কা মেরেছিলেন পৃথ্বী শ। সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছে বৈভব।

২০ বছর হতে এখনও দেরি আছে বৈভবের। ২০৩১ সালের ২৭ মার্চ তার বয়স ২০ বছর হবে। অর্থাৎ, তার আগে আইপিএলের আরও চারটি মরসুম পাবে সে। বোঝা যাচ্ছে, ২০ বছরের কম বয়সে ছক্কা মারার যে রেকর্ড বৈভব করবে, তা ভাঙার সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বলের ব্যবধানে ছক্কা মারার নজিরও গড়েছে রাজস্থান রয়্যালসের ১৫ বছরের ব্যাটার। আইপিএলে অন্তত ২০ বল খেলার নিরিখে নজির গড়েছে বৈভব। মঙ্গলবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ১৪ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে ৫টি ছয় মেরেছে বৈভব। এখনও পর্যন্ত আইপিএলে প্রতি ৪.৯ বলে একটি ছক্কা মেরেছে বৈভব। এর আগের রেকর্ডটি ছিল রোমারিও শেফার্ডের দখলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার আইপিএলে প্রতি ৫.১ বলে একটি ছয় মেরেছেন। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উর্ভিল পটেল। তিনি প্রতি ৫.৩ বলে একটি ছক্কা মেরেছেন। এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক। তিনি প্রতি ৬.৪ বলে একটি ছক্কা মেরেছেন। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন তারকা আইপিএলে প্রতি ৬.৮ বলে একটি ছক্কা মেরেছেন।

আরও একটি নজির রয়েছে বৈভবের। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে প্রথম সারির কোনও টি-টোয়েন্টি লিগে সবচেয়ে বেশি রান তারই। ১৫ বছরের ব্যাটার আইপিএলে করেছে ৩৩৫ রান। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আয়ুষ মাত্রের ২৪০ রান। তৃতীয় স্থানে রিয়ান পরাগের ১৬০ রান।

একদম চুপ ! দুঃসময়ে রাহানেকে তুলোধোনা শেহওয়াগের, কেন চটলেন নাইট অধিনায়কের উপর ?

অজিঙ্ক রাহানে বরাবরই খুব চুপচাপ। খুব বেশি কথা বলেন না। পারলে বিতর্ক থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকেন। কিন্তু এবারের আইপিএলে প্রবল সমালোচনা এবং চাপের মুখে খানিক স্বভাববিরুদ্ধভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন কেকেআর অধিনায়ক। সাংবাদিক বৈঠকে এক হাত নিয়েছেন সমালোচকদের। যা নিয়ে এবার রাহানেকে তুলোধোনা করলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। তাঁর সাফ কথা, সব সমালোচনার জবাব দেওয়া ক্রিকেটারদের কাজ নয়।

গত সপ্তাহে ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হারের পর রাহানেকে চেপে ধরেন সাংবাদিকরা। প্রশ্ন ওঠে তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে। ক্যামেরন গ্রিনের বল না করা নিয়ে। তার জবাবে নাইট অধিনায়ক একপ্রকার মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। স্পষ্ট বলে দেন, "নিজে জানি আমি কী করছি। নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ২০২৩ থেকে আমার স্ট্রাইক রেট যথেষ্ট ভালো। তাই বাইরে থেকে কে কী বলছেন, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবছি না। কিন্তু যাঁরা বলছেন, তাঁরা হয় ক্রিকেটটা বোঝে না। না হয় আমাকে নিয়ে হিংসা করে। অনেকে হয়তো চায় না যে আমি আর খেলি।"

কিন্তু স্বভাববিরুদ্ধভাবে রাহানের ওই ফুঁসে ওঠা পছন্দ হয়নি প্রাক্তন ভারত ওপেনার বীরেন্দ্র শেহওয়াগের। তিনি সাফ বলেছেন, "আমার মনে হয় না ক্রিকেটারদের এসব বলা উচিত। মানুষ আপনার প্রশংসা করবে, আপনার সমালোচনাও করবে কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই তোমাকে নীরবে থাকতে হবে। কী দরকার অহেতুক ঝামেলায় জড়ানোর।" শেহওয়াগ বলছেন, "আজকের ক্রিকেটাররা দেখি সমালোচকদের জবাব দেয়। অমিতাভ বচ্চনেরও লোকে সমালোচনা করে। কিন্তু তিনি তো জবাব দেন না। সবচেয়ে বড় উদাহরণ শচীন তেণ্ডুলকর। একটা সংবাদপত্র তো তাঁর নাম 'এন্ডুলকর' করে দিয়েছিল। তাও তিনি চুপ ছিলেন।"

রাহানেকে শেহওয়াগের পরামর্শ, "আমার মনে হয়, চুপ থাকো। একটা সেঞ্চুরি করো। সকলে চুপ করে যাবে। চুপচাপ নিজের কাজটা করে যাও। এটাই উত্তর দেওয়ার সেরা উপায়।"

রিয়ালকে ডোবাল রিয়ালই ! ভুলের বহরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টারে বায়ার্নের কাছে হার এমবাপেদের

ভুলের পর ভুল। তার খেসারতও দিল রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম পর্বের ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ১-২ গোলে হারল স্পেনের ক্লাব। ঘরের মাঠে এমবাপে গোল করলেন ঠিকই, কিন্তু রিয়াল প্লেয়ারদের ভুলে বায়ার্নের হয়ে গোল করলেন লুইস দিয়াজ ও হ্যারি কেন। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে স্পোর্টিং লিসবনের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতল আর্সেনাল।

লা লিগায় আগের ম্যাচে দুর্বল মায়োরকার কাছে হেরেছিল রিয়াল। ইউসিএলে সান্তিয়াগো বের্নাব্যুতে শুরু থেকেই কিছুটা চাপে ছিল আলভারো আরবেলোয়ার দল। মাঝমাঠে মিস পাসের বহরে ম্যাচের রাশ আলগা হয়ে যায়। শুরুতেই বক্সের মধ্যে রিয়াল ডিফেন্ডারের ভুলে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারত বায়ার্ন। সে যাত্রায় কার্যত ফাঁকা গোলে বল জড়াতে পারেননি সার্জ গানাব্রি। বায়ার্নের দায়োট উপামেকানোও সহজ গোল মিস করেন। অন্যদিকে এমবাপে-ভিনিসিয়াসরা বারবার গতিতে বায়ার্ন রক্ষণকে ছিন্নভিন্ন করছিলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ৪০ বছরের গোলকিপার ম্যানুয়েল ন্যয়ার। ম্যাচের সেরাও হন তিনি।

৪০ মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। কলম্বিয়ার তারকার গোলের আগে মাঝমাঠে মারাত্মক ভুল করে মাদ্রিদ। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মিস পাস থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেনি বায়ার্ন। ৫ মিনিট ফের একই গন্ডগোল। এবার মাঝমাঠে বলের দখল হারান রিয়ালের কারেরাস। সেখান থেকে আক্রমণে উঠে দূরপাল্লার শটে ফের বায়ার্নকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। ৬০ মিনিটের মাথায় একই ধরনের ভুল করে জার্মানির ক্লাব। কিন্তু ন্যয়ারকে সামনে পেয়েও ভিনি বল বাড়লেন বাইরের দিকের নেটে। ৭৩ মিনিটে এমবাপে ব্যবধান কমালেও আর লাভ হয়নি। ভিনসেন্ট কোম্পানির দল জিতলে ২-১ গোলে। সেমিতে উঠতে হলে দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নের ঘরের মাঠে কঠিন পরীক্ষা রিয়ালের জন্য।

অন্যদিকে পর্তুগালে গিয়ে স্পোর্টিং লিসবনকে ১-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করেন কাই হ্যাভার্ৎজ। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত মিকেল আর্তেতার দল। দ্বিতীয় লেগে ড্র করলেই ১৮ বছর পর ইউসিএলের সেমিফাইনালে খেলবে ইংল্যান্ডের ক্লাব।

ঢাকা-দিল্লি কূটনৈতিক বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে জোর

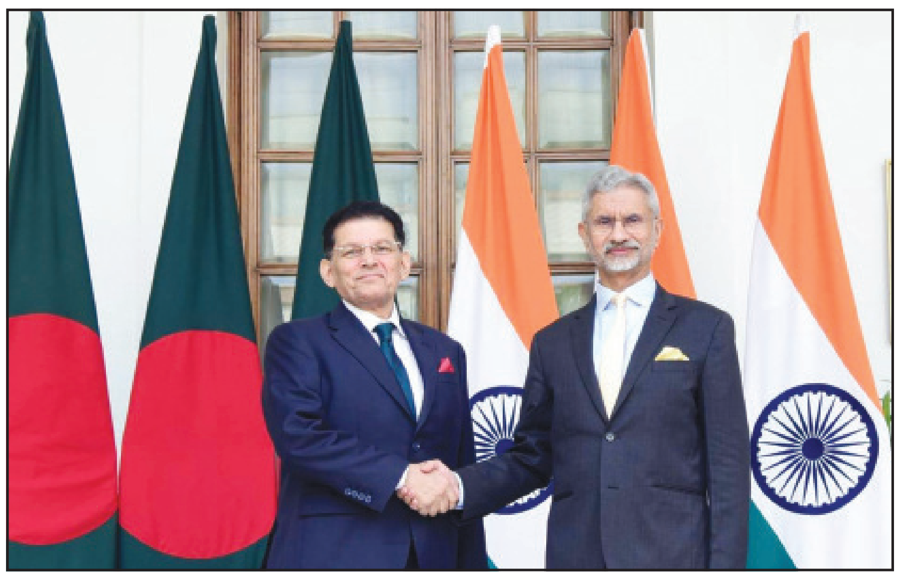

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খালিলুর রহমান আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, ভারতের রাজধানীতে পৌঁছানোর পর গতকাল সন্ধ্যায় ড. রহমান ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকগুলিতে উভয় পক্ষ দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ড. রহমান জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সদ্য নির্বাচিত বিএনপি সরকার 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির ভিত্তিতে, পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও পারস্পরিক সুবিধার ওপর নির্ভর করে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে।

শহীদ ওসমান হাদির সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান ড. রহমান। উভয় পক্ষ একমত হয় যে, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির বিধান অনুযায়ী গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশ পক্ষ।

আলোচনায় ড. এস. জয়শঙ্কর জানান, বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ করে চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক ভিসা প্রাপ্তি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও সহজ করা হবে।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ডিজেল সরবরাহের জন্য হরদীপ সিং পুরীকে ধন্যবাদ জানান ড. রহমান এবং ডিজেল ও সার সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানোর অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে ভারত সরকার অনুকূলভাবে বিবেচনা করবে বলে আশ্বাস দেন পুরী।

দুই দেশই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলিতে নিয়মিত পরামর্শ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

মানুষ সুযোগ দিয়েছিল কিন্তু কথা রাখেনি মথা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: ভ্রষ্টাচার ও অন্যান্য ইস্যুতে মথাকে আজ তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, জনগণ মথাকে সুযোগ দিয়েছিল কিন্তু কথা রাখেনি এরা। মথার শাসনকালে শুধু ভ্রষ্টাচার হয়েছে।

আজ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর, সিমনা- তমাকারি, জিরানীয়া এবং মান্দাইনগর- পুলিনপুর কেন্দ্রে রোড শো শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডাঃ সাহা বলেন, তিপ্রা মথার নেতৃত্বাধীন এডিসি প্রশাসনকে বিভিন্ন সময়ে অনেক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও তারা কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই আমরা মাঠে রয়েছি এবং ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে কাজ করছি। শুধু তাই নয়, ঘোষণার তিন মাস আগে থেকে আমরা জনজাতি এলাকায় কাজ করছি। আমরা জানি যে বিজেপি টিটিএএডিসি ২০২৬ নির্বাচনে একাই লড়বে, কারণ এডিসিতে যেভাবে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। জনগণ তাদের সুযোগ দিলেও তারা জনগণের জন্য কাজ করেনি। আমি স্মোক হাউজের কিছু রুম পরিদর্শন করেছি, যেগুলির সত্যিই খুব করুণ অবস্থা। আমরা তাদের তহবিল দিয়েছি, হাসপাতালের জন্য ৩৫ কোটি টাকা, তারপর বাজেট ছাড়াও ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আরো ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ দেখতে পাই নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এমন সরকার এবং তার আগে সিপিএম, কংগ্রেস ছিল এবং মানুষ তাদের পরীক্ষা করেছে। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই স্বচ্ছতার সাথে সরকার চালাতে পারে এবং জনগণ তা বুঝতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের উন্নয়নে সর্বদা আন্তরিক।

কুলাই—চাম্পাহাওর বিধানসভায় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন, ১২টি পরিবারের ৩৩ ভোটারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল: কুলাই---চাম্পাহাওর বিধানসভা এলাকায় এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল এলাকা। কুলাই গণ্ডাছড়া ভিলেজ কমিটি ও বাগমারা ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত এনজিপাড়া থেকে মোট ১২টি পরিবারের ৩৩ জন ভোটার সিপিআই(এম) ও তিপরা মথা দল ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগদান করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই যোগদান সম্ভব হয়েছে বিজেপি নেতা খুপসো হালাম এবং ভীম সিং জমাতিয়ার নেতৃত্বে ধারাবাহিক তৃণমূল স্তরের কাজ, জনসংযোগ এবং মানুষের পাশে থাকার মানসিকতার ফলে। তাঁদের নেতৃত্বে এলাকায় রাজনৈতিক আস্থা ও সমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নবযোগদানকারী পরিবারগুলির সদস্যরা জানান, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির প্রতি আস্থা রেখেই তারা বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের আশা, খুপসো হালাম ও ভীম সিং জমাতিয়ার নেতৃত্বে এলাকার প্রতিটি পরিবারের চাহিদা ও সমস্যা আন্তরিকভাবে সমাধান করা হবে।

এদিন নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব জানান, এই যোগদান এলাকার মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের প্রতিফলন। মানুষ উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের পক্ষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছেন বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া হবে। এই ঘটনাকে কুলাই—চাম্পাহাওর বিধানসভায় বিজেপির সংগঠনকে আরও মজবুত করার দিকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল।

শান্তির বাজারে জিও গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ এপ্রিল: মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে শীর্ষস্থানে রয়েছে এয়ারটেল ও জিও টেলিকম সংস্থা। গ্রাহকেরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী পরিষেবা বেছে নিচ্ছেন। এরই মধ্যে শান্তির বাজারে জিও অফিসের এক কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, বিশ্বজিৎ নামে এক কর্মী গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছিলেন। বিষয়টি সামনে আসে যখন এক গ্রাহক সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁর ব্যবহৃত জিও সিমকার্ডটি হঠাৎ লক হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি শান্তির বাজার পুরাতন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জিও অফিসে যান। সেখানে কর্মীদের পরামর্শে একই নম্বর রেখে নতুন সিমকার্ড নেওয়া হয়।

গ্রাহকের অভিযোগ, এই সিমকার্ড পরিবর্তনের জন্য বিশ্বজিৎ তাঁর কাছ থেকে ২৫০ টাকা নেন। পরবর্তীতে গ্রাহক জানতে পারেন যে, এভাবে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া বেআইনি। এরপর প্রতিবাদ জানালে অভিযুক্ত কর্মী টাকা ফেরত দেন।

এই বিষয়ে বিশ্বজিৎ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে সন্তোষজনক কোনও জবাব দিতে পারেননি। তাঁর নীরবতা থেকেই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে যাতে কোনও গ্রাহক এ ধরনের প্রতারণার শিকার না হন, তার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, সংস্থা এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

টিটিএএডিসি নির্বাচন: পশ্চিম ত্রিপুরায় তিনদিন ড্রাই ডে, নির্দেশ জারি

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: টিটিএএডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিনদিনের জন্য ড্রাই ডে ঘোষণা করেছে আবগারি দপ্তর।

আবগারি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা আবগারি বিধিমালা, ১৯৯০-এর ১৭৪-এ(কে) ধারার ক্ষমতাবলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন সমস্ত ফরেন লিকার দোকান, কান্ট্রি লিকার দোকান এবং বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। উল্লিখিত দিনগুলি কঠোরভাবে 'ড্রাই ডে' হিসেবে পালন করতে হবে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন সকল এফএল/সিএল দোকান ও বারের লাইসেন্সধারীদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে।

৩৬টি হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশন গুলিতে চুরি যাওয়া অথবা হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলো উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিল আমতলী থানার পুলিশ। সিইআইআর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পোর্টাল ব্যবহার করে এই মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস। আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস বলেন, বিভিন্ন সময়ে থানায় মোবাইল হারিয়ে যাওয়া অথবা চুরি যাওয়ার জিডিএন্টি করানো হয়েছে।

নাথ যোগী ফোরামের রাজ্য কমিটির সভা, নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত

গন্ডাছড়া, ৭ এপ্রিল: নাথযোগী ফোরাম ত্রিপুরা-র রাজ্য কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা আজ বাঁধারঘাটের কাঠালতলী এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হরিহর দেবনাথ। শুরুতে শিব ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং ওঁম ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভায় বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচন ও এডিসি নির্বাচনে ফোরাম নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দের প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারবেন, তবে সংগঠন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। অরাজনৈতিক অবস্থান বজায় রাখতে সক্রিয় সদস্যদের রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া মে মাসের মধ্যে প্রাথমিক থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সম্মেলন শেষ করা, প্রচারপত্র বিতরণ, পোস্টারিং ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জুলাই মাসে কুমারঘাট মহকুমায় যুব সম্মেলন এবং শীঘ্রই মহিলা ও ছাত্র সংগঠন গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ দেবনাথসহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ছাদের ওপর সূর্য, ঘরে আলো, ১০ মেগাওয়াট উৎপাদন ছাড়িয়ে বিদ্যুতে নতুন যুগের সূচনা করল টিএসইসিএল

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: কখনও বিদ্যুৎ মানেই ছিল দূরের কোনও বড় প্ল্যান্ট, বিশাল যন্ত্রপাতি আর অনিশ্চয়তার ছায়া। কিন্তু ছবিটা বদলাচ্ছে দ্রুত। এখন শক্তির উৎস উঠে এসেছে মানুষের নিজের বাড়ির ছাদে। আর সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণরাজ্যে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার মাধ্যমে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সীমা অতিক্রম। সংখ্যাটা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গির বদল। এই সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন আর কেবল নিগম কিংবা সরকারের একার কাজ নয়এটি এখন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা এক সম্মিলিত শক্তি আন্দোলন।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ২,৯৩৩ জন গ্রাহক নিজেদের বাড়ির ছাদ, টিনের চাল কিংবা উঠোনকে ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। এই উদ্যোগ মিলিয়ে মোট উৎপাদন ১০ মেগাওয়াট পেরিয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়১৮ হাজারের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন, যা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং, আইএএস এই সাফল্যকে আরও বড় লক্ষ্য পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে দেখছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পকে এখন 'মিশন মোডে' এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য পরিষ্কারপ্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহল্লায়, যত বেশি সম্ভব বাড়িকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনা। তাঁর মতে, ১০ মেগাওয়াট কেবল শুরু। সামনে ৫০ মেগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, এবং আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সাফল্যকে রাজ্যের শক্তি ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা বিকল্প শক্তির দিকে যে অগ্রগতি করেছি, তা শুধু একটি প্রকল্পের সাফল্য নয়এটি রাজ্যের আত্মনির্ভরতার পথচলার শুরু। তিনি বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলী থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সেই সমস্ত গ্রাহকদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, যারা নিজেদের উদ্যোগে এই পরিবর্তনের অংশীদার হয়েছেন। এখানেই থেমে নেই বার্তা। মন্ত্রী সরাসরি রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেনআপনার ছাদ খালি পড়ে থাকলে সেটিকে শক্তির উৎসে পরিণত করুন। বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামানোর পাশাপাশি নিজেরাই বিদ্যুৎ উৎপাদক হয়ে উঠুন।

এই যোজনার বাস্তব চিত্র আরও আকর্ষণীয়। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার পরিবার তাদের মাসিক বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে এনেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকেই অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের পথও খুলে ফেলেছেন। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ এখন আর শুধু খরচের খাতা নয়এটি আয়ের উৎসও হয়ে উঠছে।একটি ১ কিলো ওয়াটের সোলার প্ল্যান্ট মাসে প্রায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা একটি সাধারণ পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। সরকারি ভর্তুকি থাকায় প্রাথমিক খরচও অনেকটাই কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ২,৩৯৭ জন গ্রাহক ভর্তুকি পেয়েছেন, যার মোট পরিমাণ ২০ কোটিরও বেশি টাকা।

জেলাভিত্তিক চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আগরতলা শহর এই উদ্যোগে এগিয়ে। বিদ্যুৎ নিগমের ১ নম্বর সার্কেলে একাই ১,৬৭১ জন গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন। পশ্চিম জেলায় বিদ্যুৎ নিগমের দুই নং সার্কেলে মোট ১৮৬ জন, গোমতি জেলায় ২৪২ জন, দক্ষিণ জেলায় অর্থাৎ বিলোনিয়া সার্কেলে ২৬১ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৫৫ জন, উত্তর ত্রিপুরা তথা ধর্মনগর সার্কেলে ৮৮ জন, ধলাই জেলায় ৯০ জন, খোয়াই জেলায় ৮৯ জন এবং ঊনকোটি জেলায় মোট ১২১ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক এই যোজনায় বাড়িতে সূর্যালোকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন। জেলা গুলোতে ধীরে ধীরে বাড়ছে অংশগ্রহণ, যা এই প্রকল্পের বিস্তারের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

প্রকল্পের প্রসারে প্রশাসনও মাঠে নেমেছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তকরণ চলছে। আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট অফিসে খোলা হয়েছে কন্টোল রুম, যেখানে সরাসরি তথ্য ও রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা মিলছে। সব মিলিয়ে, রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে যা ঘটছে, তাকে নিছক উন্নয়ন বললে কম বলা হয়। এটি এক ধরনের নীরব বিপ্লবযেখানে প্রতিটি বাড়ি একটি সম্ভাব্য পাওয়ার স্টেশন, প্রতিটি পরিবার একটি শক্তির উৎস। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং আইএএস এবং নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, যাদের নেতৃত্বে প্রকল্পটি প্রশাসনিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। শেষ কথা একটাইসূর্য তো প্রতিদিনই উঠছে। আপনি কি সেই আলোকে শুধু রোদ হিসাবে দেখেই যাবেন, নাকি সেটাকে নিজের শক্তিতে রূপান্তর করবেন, সিদ্ধান্ত আপনার।

যান দুর্ঘটনায় বৃদ্ধার মৃত্যু, পলাতক বাইক আরোহীর খোঁজে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৪০ মিনিট নাগাদ গার্ধাং গেং বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছয়গড়িয়া এলাকার বাসিন্দা পিয়ারী ত্রিপুরা (৬২) রাস্তা পারাপারের সময় একটি অজ্ঞাতপরিচয় দ্রুতগতির মোটরবাইক তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সংঘর্ষের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়ে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন।

ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছামনু বাজারে কংগ্রেস প্রার্থী সূর্য লাল চাকমার সমর্থনে মিছিল ও সভা, ২৬ পরিবারের ৮৪ ভোটারের যোগদান

আগরতলা, ৮ এপ্রিল: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ছামনু এলাকায় জোরদার প্রচার শুরু করেছে জাতীয় কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেস প্রার্থী সূর্য লাল চাকমার সমর্থনে ছামনু বাজারে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করা হয়।

মিছিলটি ছামনুর বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বাজার প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়, যেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সূর্য লাল চাকমা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এডিসি এলাকায় উন্নয়নের পরিবর্তে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "এডিসি এলাকায় প্রকৃত উন্নয়ন ও জনজাতি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় আনতে হবে।" সেই সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তিনি ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়াও তিনি তিপরা মথা দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, গত পাঁচ বছরে এডিসির শাসনক্ষমতায় থেকেও তারা জনজাতি অংশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি, বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত ছিল।

সভা শেষে রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে ২৬টি পরিবারের মোট ৮৪ জন ভোটার বিজেপি ও তিপরা মথা দল ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। নবাগতদের দলে স্বাগত জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এই যোগদানকে কংগ্রেসের পক্ষে ইতিবাচক বার্তা হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। এখন দেখার বিষয়, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ছামনু এলাকার ভোটাররা কোন দিকে তাদের সমর্থন জানান।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত ব্যক্তি, চাঞ্চল্য

সোনামুড়া, ৮ এপ্রিল : বিদ্যুৎ দপ্তরের চরম গাফিলতির অভিযোগে সোনামুড়ায় গুরুতর দুর্ঘটনার শিকার হলেন এক ব্যক্তি। বাড়ির ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে এসে মারাত্মকভাবে আহত হন ৫৪ বছর বয়সী কবির ইসলাম। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত দুর্লভ নারায়ণ এলাকায়। বর্তমানে তিনি মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে নিজের বাড়ির টিনের চালের ওপর উঠে মেরামতির কাজ করছিলেন কবির ইসলাম। সেই সময় অসাবধানতাবশত মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে চলে আসেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতরভাবে ঝলসে যান।

বিকট শব্দ ও চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

সোনামুড়ায় ফের দুঃসাহসিক ডাকাতি, আতঙ্কে বাসিন্দারা; পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

সোনামুড়া, ৮ এপ্রিল : আবারও সোনামুড়া মহকুমায় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কয়েকদিন আগেই বাসপুকুর এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মেলাঘর থানার অন্তর্গত পংবাড়ি বাগাইয়াটিলা এলাকায় ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটায় আতঙ্কে সাধারণ মানুষ।

জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে আনুমানিক রাত দুটো নাগাদ ৭ থেকে ৮ জনের একটি দুষ্কৃতী দল দাও, লাঠি এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিশ্বজিৎ সাহার বাড়িতে হানা দেয়। প্রথমে তারা দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। শব্দ পেয়ে বাড়ির মালিক দরজা খুলতেই দুষ্কৃতীরা জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ে।

অভিযোগ, এরপর দুষ্কৃতীরা বিশ্বজিৎ সাহাকে মারধর করে এবং তাঁর গলায় দাও ও ছুরি ঠেকিয়ে ঘরের মূল্যবান সামগ্রী খুঁজতে থাকে। পরে তাঁর স্ত্রীর গলার স্বর্ণের চেইন, কানের দুল এবং ঘরে থাকা প্রায় আড়াই হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই মেলাঘর থানায় খবর দেওয়া হলেও অভিযোগ, রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। পরিবারের দাবি, পরদিন সকালেও জানানো সত্ত্বেও পুলিশ বাড়িতে যায়নি। পুলিশের তরফে নাকি জানানো হয়েছে, স্টাফের অভাব ও নির্বাচনী দায়িত্বে ব্যস্ততার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরপর এমন ঘটনায় সোনামুড়া মহকুমায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। কেন এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের ধরতে পারছে না পুলিশ, তা নিয়েও ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পারে কিনা। ততদিন পর্যন্ত আতঙ্কেই দিন কাটছে এলাকার বাসিন্দাদের।

ত্রিপুরায় গয়না শিল্পে নতুন ইতিহাস, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিয়ে এলো ডায়মন্ড জুয়েলারি ও গোল্ড বার। ছবি - নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas